NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ন্যায়বিচারের নক্ষত্র ডিওয়াই চন্দ্রচূড়

শরদ পাওয়ারের ব্যাগে তল্লাশি কমিশনের ৭

কলকাতা ১৮ নভেম্বর ২০২৪ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.11.2024, Vol.18, Issue No. 157 8 Pages, Price 3.00

ফের অশান্ত মণিপুর, মহারাষ্ট্রে প্রচার বাতিল, ফিরলেন শাহ

মুখ্যমন্ত্রী সহ তিন মন্ত্রী, ছ'জন বিধায়কের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

ইম্ফল, ১৭ নভেম্বর: ফের হিংসায় জ্বলছে মণিপুর। শনিবার ইম্ফলে তিন মন্ত্রী এবং ছ'জন বিধায়কের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পৈতৃক বাড়িতেও আগুন ধরানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এহেন পরিস্থিতিতে নিজের সমস্ত নির্বাচনী প্রচার বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্রে নিজের যাবতীয় প্রচারসভা বাতিল করে দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন তিনি।

জিরিবাম জেলায় ৬ মেইতেই সম্প্রদায়ে দেহ উদ্ধার ঘিরে নতুন করে আগুন জ্বলছে মণিপুরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে প্রায় গোটা রাজ্যে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ শুরু করেছে মেইতেইদের একটা বড় অংশ। সেই প্রতিবাদ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে শনিবার রাতে। ইম্ফল পূর্বে লুয়াংশাংবামে মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের পৈতৃক বাড়িতে হামলার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ, দরজা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয় পুলিশকে। যদিও হামলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে ছিলেন না বলেই খবর।

শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তাঁর মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রীর বাড়িতে উত্তেজিত জনতা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার বিকেলের পরই গোটা ইম্ফলে কারফিউ জারি করা হয়। সেনা, অসম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশের নিরাপত্তারক্ষীরা কার্যত গোটা ইম্ফল শহর ছেয়ে ফেলেন। কিন্তু তারপরও থামানো যায়নি বিক্ষোভ। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর জামাই তথা বিজেপি বিধায়ক আরকে ইমো, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সাপম রঞ্জন এবং উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী এল সুসীন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে উন্মত্ত জনতা। শনিবার রাতে সব মিলিয়ে মোট ৮ জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

এহেন পরিস্থিতিতে নিজের নির্বাচনী প্রচারে কাটছাঁট করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রবিবার বিদর্ভে প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সেই নির্বাচনী সভা বাতিল করে নাগপুর থেকেই তিনি দিল্লি উড়ে গিয়েছেন। শাহের পরিবর্তে সভাগুলোতে বক্তৃতা দেবেন স্মৃতি ইরানি এবং শিবরাজ সিং চৌহান। উল্লেখ্য, এর আগেও মণিপুর হিংসার কারণে কর্নাটকের নির্বাচনী প্রচার বাতিল করেছিলেন অমিত শাহ।

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহের শুরুতে। মণিপুরের জিরিবামে কুকি জঙ্গি এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। অভিযোগ, সেই সময় একদল কুকি জঙ্গি মেইতেই সম্প্রদায়ের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণ করে। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন ১০ কুকি জঙ্গি। যদিও কুকি সম্প্রদায়ের দাবি, নিহত ১০ জন ছিলেন 'গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী'। তাঁদের দেহ মিজোরামে নিতে চেয়ে গত সোমবার থেকে শিলচরের হাসপাতালের মর্গ ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কুকিরা। শনিবার সকালে পুলিশ ১০ জনের দেহ নিয়ে কুকি অধ্যুষিত চুরাচাঁদপুরের দিকে রওনা হলে তাদের ঘেরাও করেন কুকিরা। বিক্ষোভ দমন করতে লাঠি চালায় পুলিশ। তার মধ্যে ছ'জনের দেহ উদ্ধার ঘিরে শুরু হয় মেইতেইদের বিক্ষোভ।

মেইতেইরা মনে করছেন, ওই ছ'টি দেহ জিরিবাম থেকে অপহৃত তিন মহিলা এবং তিন শিশুর। তাঁরা একই পরিবারের সদস্য ছিলেন। অভিযোগ, কুকি জঙ্গিরা তাঁদের অপহরণ করেন। যদিও মণিপুর সরকারের তরফে উদ্ধার হওয়া দেহের পরিচয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি। ছ'টি দেহ উদ্ধারের পর থেকেই জিরিবাম জেলায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মেইতেইরা। বিক্ষোভে পুড়ছে মণিপুরের ইম্ফল উপত্যকা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনাবাহিনী এবং অসম রাইফেলসের জওয়ানদের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। বিক্ষোভ দমন করতে রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন যাওয়ার পথে অবরোধ করেছেন বিক্ষোভকারীরা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে লোহার রড ফেলে রাখা হয়েছে। ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর, চূড়াচাঁদপুর-সহ মোট সাত জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব এবং বিষ্ণুপুর থেকে মোট ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একাধিক পিস্তল, কার্তুজ এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কসবা কাণ্ডে অস্ত্রের খোঁজে ডুবুরি নামিয়ে খালে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার গুলিচালনার ঘটনায় সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। উঠে আসছে জমি নিয়ে বিবাদের তত্ত্বও। প্রসঙ্গত, সুপারি কিলার দিয়ে কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। তবে যে অস্ত্র দিয়ে সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল সেই অস্ত্রের খোঁজ এখনও পায়নি পুলিশ। আর এই অস্ত্রের খোঁজ পেতেই এবার রাজডাঙার চক্রবর্তী পাড়ায় সুশান্ত ঘোষের বাড়ি থেকে ঠিক ৮০ মিটার দূরত্বে শান্তিপল্লি খালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় পুলিশের তরফ থেকে।

শুক্রবার ঘটনার পর একজন স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। অপরজন স্কুটি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তদন্তকারীদের ধারণা, খালের ওপরে থাকা ব্রিজ দিয়ে পালানোর সময়েই আততায়ী তার হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্রটি এখানেই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সেই কারণে রবিবার সকালে ওই খালে নেমে প্রায় ৪০ মিনিট তল্লাশি চালালেন কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের ডুবুরিরা। যদিও অস্ত্র পাওয়া যায়নি। এরপর খাল থেকে উঠে লাগোয়া জঙ্গলে অস্ত্রের খোঁজে তল্লাশি চালান পুলিশকর্মীরা। জঙ্গলের পর এবার খালের ধারে থাকা একটি পরিত্যক্ত নির্মাণকার্যের ভেতরে তল্লাশি চালানো হয়।

কসবার শুটআউট কাণ্ডে ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে বিহার যোগ। উঠে এসেছে বিহারের এক দুষ্কৃতী ইকবালের নাম। ইকবালের দেওয়া আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলা হয়েছে। এর আগেও অগস্ট ও অক্টোবর-দু'বার সুশান্ত ঘোষের ওপর হামলার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। এর পাশাপাশি বিহার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। ধৃত যুবরাজ ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছে। ওখানে এদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা আছে কিনা, থাকলে কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত জানতে চাওয়া হয়েছে।

সূত্রের খবর, আফরোজ-সহ বারোজনের সিন্ডিকেট চলত গুলশান করনি জুড়ে। পুকুর ভরাট থেকে শুরু করে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই আফরোজ। একশো কুড়ি বিঘা ভেরি ভরাট করতে গিয়েই ঝামেলার সূত্রপাত। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সুশান্ত ঘোষ এসে সেই ভরাটের কাজ আটকেছিলেন। এর পরেই চলতি বছরের জুন মাসে ঝামেলার সূত্রপাত হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। তবে ধৃত ইকবালের দাবি, 'সুশান্ত ঘোষ গুন্ডা। আমার জায়গা দখল করেছিল শেখ হায়দার আলি। এই হায়দার আলি সুশান্ত ঘোষের সঙ্গী। আমার ২ হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা দখল করে হায়দার আলি। সেজন্যই সুশান্ত ঘোষকে মারার চেষ্টা করি।' তবে ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নাকি রাজনৈতিক কারণ- তৃণমূল কাউন্সিলরকে খুনের চেষ্টার কারণ কী, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

শীতকাল এসে গেল সুপর্ণা...

৪৮ ঘণ্টায় নামবে পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা...' বলে আর হা পিত্যেশ করার দিন শেষ এবছরের জন্য। কারণ দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। অর্থাৎ বলাই যায়, কবির লাইন ধার করে বলাই যায়, 'তোমার মুঠোয় আবার এসেছে শীত...।' বইছে উত্তুরে হাওয়া। সামান্য হলেও আগামী ৪৮ ঘণ্টায় আরও নামবে পারদ, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রথম শীতের আমেজের এই স্পেল থাকবে সপ্তাহ জুড়ে।

সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেও চলছে কুয়াশার দাপট। তবে সবথেকে বেশি ঘন কুয়াশার দাপট উত্তরের তিন জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় সকাল থেকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলছে। তবে এই সাত জেলা ছাড়াও সাত জেলায় অল্প বিস্তর কুয়াশা-ধোঁয়াশার খেলা চলছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রবি ও সোমবার ঘন কুয়াশায় ঢাকবে মালদা, উত্তর ও দিনাজপুরের বেশ কিছু এলাকা। দৃশ্যমানতা কোথাও কোথাও ৫০ মিটার ছুঁতে পারে। বাকি সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা কুয়াশা-ধোঁয়াশা। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, দক্ষিণবঙ্গের এই চার জেলায় মাঝারি কুয়াশা সকালের দিকে। পরে দিনভর পরিষ্কার আকাশ।

সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে পারাপতনও। আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, গতি বাড়ছে উত্তুরে হাওয়ার, আর তাতেই শীতের আমেজ গোটা বাংলাজুড়েই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে পারাপতন তুলনায় একটু বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা বলছেন, আগামী দু'দিনে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীত পড়তে পড়তে ডিসেম্বর।

রবিবার মনোরম আবহাওয়া ছিল কলকাতায়। আরও নামল দিন ও রাতের পারদ। উনিশের ঘরে কলকাতার পারদ। অর্থাৎ, হালকা শীতের আমেজ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শনিবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা ও ধোঁয়াশা। শুষ্ক আবহাওয়া, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৪ থেকে ৯৩ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ১৮ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

মৃত আরও ১

■ উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে মহারানি লক্ষীবাঈ মেডিক্যাল কলেজে আগুন লাগার ঘটনায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হল রবিবার। সূত্রের খবর, কমিটির প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অগ্নিকাণ্ড পুরোটাই দুর্ঘটনাবশত, জেনেবুঝে কিছু করা হয়নি। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোথাও গাফিলতি কিংবা ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও এখনও উঠে আসেনি। এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআরও দায়ের হয়নি বলে ওই সূত্রের দাবি।

ধর্ষিত শিশু

■ চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর পাথর দিয়ে থেঁতলে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ওড়িশার বারগড় জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। ওই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে ওড়িশার বারগড় জেলার মহুলপালি গ্রামের অদূরের জঙ্গল থেকে নিহত শিশুর নগ্ন, ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের বয়স ২০ বছর। তিনি নির্যাতিতার পরিবারের জমিতে ক্ষেতমজুরের কাজ করতেন।

মাদক বাজেয়াপ্ত

■ এবার 'লর্ড অফ ড্রাগস' হাজি সেলিমের সাম্রাজ্যে হানা দিল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো। শনিবার গুজরাটের পোর বন্দর থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে এনসিবি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতে এই বিপুল পরিমাণ মাদক পাঠানো হয়েছে ভারতে। এই বিপুল পরিমাণ মাদকের সঙ্গে পাকিস্তানি ড্রাগ মাফিয়া হাজি সেলিমের সরাসরি যোগ রয়েছে বলেই অনুমান।

এসইউভির ধাক্কা

■ বেঙ্গালুরুর রাস্তায় বাইকে ধাক্কা দিল এসইউভি। ধাক্কার অভিঘাতে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান চালক। পরে হাসপাতালে চিকিৎসার সময় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে গোটা ঘটনা। অভিযোগ, ঘাতক গাড়ির চালক হলেন কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা দেবীপ্রসাদ শেট্টির ছেলে প্রজ্বল শেট্টি। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, গ্রেপ্তারের কিছু সময় পরে জামিন দেওয়া হয়েছে ধৃতকে।

তৃণমূল বিধায়কের নামফলক লেখা গাড়িতে দুর্ঘটনা, মৃত চালক সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মাঝরাতেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার তৃণমূল বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার প্রাক্তন চালকের গাড়ি। বেপরোয়া গতির বলি বিধায়কের প্রাক্তন চালক-সহ আরও ২ জন। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তিনজনকে। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও দু'জন। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে ছিলেন না বিধায়ক। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার শিবপুরের কাছে ফোরশোর রোডে। পুলিশ সূত্রে খবর, হাওড়া ফোরশোর রোডের আভনি মলের কাছে শনিবার রাত একটা নাগাদ ঘটে এই দুর্ঘটনাটি। এছাড়াও ওই ঘটনাতে দু'জন গুরুতর আহত হন। তাঁরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের* তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার চালক তাঁর গাড়ি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। গিয়াসউদ্দিনের গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁর চালক মহম্মদ মোস্তাক খান (২৫)। মোস্তাকের বাড়ি কলকাতার ওয়াটগঞ্জে। ওয়াটগঞ্জের বাসিন্দা হাওড়ার বাঁকড়া এলাকায় একটা নতুন বাড়ি করেন। সেই বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠান শেষে নিজের আত্মীয়স্বজনকে ছাড়তে জিটি রোড পিলখানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় আভনি মলের কাছে একটি টেলারের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটে।

ট্রেলারটি পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা মারে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে। ওই গাড়িতে থাকা মোট পাঁচজন ছিলেন। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পরই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কর্মরত ট্র্যাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। তাঁরা আহতদেরকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান ও ক্রেনের সাহায্যে ট্রেলারের মধ্যে আটকে যাওয়ায় গাড়িটাকে বের করে রাস্তা থেকে সরানো হয়। তারপরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, যে সময় ঘটনাটি ঘটে সেই সময় তীব্র গতিতে ছিল গাড়িটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রেলারে ধাক্কা মারে। গতি এতোই বেশি ছিল যে ধাক্কার তীব্রতায় গাড়িটির সামনের অংশ ট্রেলারের পিছনে আটকেও যায়। আর মূল অংশ একেবারে সামনে ছিটকে পড়ে। ধাক্কার অভিঘাতে চোখের পলকে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। তীব্র আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। খবর যায় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ পাঁচজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়। এব্যাপারে বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত গাড়িটি তাঁর নয়। পুলিশকে ঘটনার তদন্ত করতে বলেছেন তিনি।

শেয়ার বাজারে সর্বস্ব খুইয়ে সোনার দোকানে লুঠ, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার সকালে লুঠের চেষ্টার অভিযোগ মুকুন্দপুরের এক সোনার দোকানে। সূত্রের খবর, গ্রাহক সেজে একদল দুষ্কৃতী সোনার দোকানে ঢুকে ডাকাতির চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দীপঙ্কর পাল এবং সাগর নামের দুই দুষ্কৃতী। তাদের গ্রেপ্তার করেছে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ দু'জন দুষ্কৃতী মুকুন্দপুরের সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ভিতরে ঢোকে। এরপর শুরু করে লুঠপাঠ। সেই সময় ব্যবসায়ী সঞ্জয় সরকার বাধা দেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সঞ্জয়ের গলায় সোনার চেন ছিল। দুষ্কৃতীরা ঢুকে প্রথমে সেই হার ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। বাধা দিতে গেলে দোকান মালিকের গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয়। তাঁর চিৎকার শুনে বাকিরা ছুটে আসেন। একাধিকবার তাঁর গলায় কোপ মারা হয় বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। এরপরই আশঙ্কাজনক অবস্থায় সঞ্জয়বাবুকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। শেষ পাওয়া খবর, দোকান মালিকের অবস্থা বর্তমানে কিছুটা স্থিতিশীল হলেও, তাঁর চোট বেশ গুরুতর বলেই জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ইতিমধ্যে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। কেন তারা হামলা চালাল বা ঘটনার পিছনে অন্য কারও হাত রয়েছে কিনা তা জানার চেষ্টা চলছে। ধৃতদের মধ্যে দীপঙ্কর পাল ত্রিপুরার বাসিন্দা। দীপঙ্কর মুকুন্দপুরের একটি হাসপাতালে কর্মরত। সম্প্রতি শেয়ার বাজারে অনেক টাকা খোয়া যাওয়ায় এমন কাণ্ড সে ঘটিয়েছে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। এই ঘটনায় স্থানীয় এক বাসিন্দার দাবি, 'আমরা মোড়ের মাথায় চা খাচ্ছিলাম। ও তো এলাকার ছেলে। হঠাৎ দেখি ওর গলা থেকে রক্ত বেরচ্ছে। তারপর একজন দিদি ছিলেন। তিনি গলায় রুমাল দিয়ে বেঁধে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। দু'জন দুষ্কৃতী ধরা পড়েছে।' প্রসঙ্গত, এর আগে পুরুলিয়া, রানাঘাটে একটি নামী গয়নার দোকানে ডাকাতি হয়েছিল। সেই সময় মেলে বিহার যোগ। এবার সেই একই কায়দায় কলকাতায় ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগ। ফের প্রশ্নের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা।

বিজেপির সদস্যতা অভিযানে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা: লক্ষ্য ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচন। বাংলায় সংগঠনকে আরও মজবুত করতে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমেছে রাজ্য বিজেপি। ১ কোটি সদস্য সংগ্রহর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে সদস্যতা অভিযান। শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের গুমুখবেড়িয়াতে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে উপস্থিত হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁরই হাত ধরে এদিন

গুমুকবেড়িয়াতে বিজেপির সদস্যপদ গ্রহণ করলেন প্রায় ২০০ বাসিন্দা। কুলপির পাশাপাশি এদিন সকালে জয়নগর ও বিকেলে ডায়মন্ড হারবার লোকসভার মহেশতলাতেও একই কর্মসূচিতে যোগ দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। অন্যদিকে এদিন কুলপিতে একটি দলীয় কার্যালয়েরও উদ্বোধন করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর, রাজ্য নেতা নবারুণ নায়েক, বিভাগের সহ কনভেনার দীপঙ্কর জানা, লোকসভার প্রার্থী অশোক পুরকাইত-সহ দলীয় কর্মী সমর্থকেরা। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আগামী দিন বাংলায় গণতন্ত্র ফেরাতে বিজেপির বিকল্প কিছু নেই। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' আমাদের কথা। মাননীয় মোদিজীর সেই সংকল্পে যাঁরা নিজেদেরকে সংযুক্ত করতে চান, তাঁদেরকে সদস্যপদ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক জায়গাতেই দেখছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এগিয়ে আসছেন।'

বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান ভবনে ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিয়েবাড়ির আনন্দের মুহুর্ত এক নিমেশে পরিণত হল নিরানন্দে। রবিবার হাওড়ায় এক বিয়েবাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। আর একেবারে গঙ্গার কাছে হওয়াতে গঙ্গার হাওয়ায় তা আরও ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে। আতঙ্কের ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার ফোরশোর রোডে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাতে।

রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ অনুষ্ঠান ভবনের একাংশে আচমকাই আগুন লাগে। নিমেশের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বিয়ে বাড়ির গোটা প্যান্ডেল। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশেও। যদিও দমকল সূত্রে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

আগুনের গ্রাসে ভস্মিভূত হয়ে যায় বিয়ের প্যান্ডেল। এলাকার বাসিন্দারা জানান রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ ফোরশোর রোডের উপর অবস্থিত ওই অনুষ্ঠান ভবনের তৈরি হওয়া প্যান্ডেলের একাংশে আগুন লাগে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে গোটা প্যান্ডেল। প্রচুর পরিমাণে দাহ্য বস্তু মজুত থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে যায় আশপাশে। পাশে গঙ্গা থাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। আতঙ্কিত হয়ে আশপাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন মানুষজন। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ প্যান্ডেলের একাংশ জ্বলতে দেখেন অনুষ্ঠান ভবনের কর্মীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গার হাওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্রও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। তবে এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

যদিও ঠিক কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনও পরিস্কার নয়। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীরা মনে করছেন, শর্টসার্কিট থেকে বিপত্তি ঘটে থাকতে পারে। তবে যে সময় আগুন লেগেছে, তখন ওই জায়গায় কেউ ছিলেন না। তাই হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে যে জায়গায় ওই ভবনটি, সেখানে জনবহুল এলাকা রয়েছে। আশপাশে প্রচুর দোকান এবং বাড়ি রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রথমে আশপাশের লোকজনই বালতি, গামলা করে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে সব! দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করে। আগুন আয়ত্তে আনতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। গোটা ঘটনাতে চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়।

নন্দীগ্রামের কাণ্ডপশরা সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেড নির্বাচণে ১২টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীগণ বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, MAHADEV PATRA S/O Judhisthir Patra residing at 26/2, New Cord Road, P.O. - Athpur, P.S. - Jagatdal, District- North 24 Parganas, PIN-743128 do hereby declare vide affidavit filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 14.11.2024 that my actual and correct name is MAHADEV PATRA S/O Judhisthir Patra and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter cards but in my service records like K.B. No., ESI and PF at the Weaverly Jute Mill, Shyamnagar my name has been recorded as HARENDRA RAM inadvertently. MAHADEV PATRA S/O Judhisthir Patra and HARENDRA RAM S/O Judhisthir Patra is the same and one identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ। সোমবার। তৃতীয়া তিথি, পরে চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ যে কাজটা হওয়ার ছিল সেটা না হওয়ার জন্যে মনোকষ্টে থাকবেন। যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করছেন তার মুখে মিষ্ট অন্তরে বিস্ নেই তো। জলভ্রমণে নাই বা গেলেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কাটবে। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা সুখবর নেই তবে লৌহ বা মেশিনারি ব্যবসা যারা করেন তাদের সুখবর আসবে ধৈর্য ধরতে হবে। বাড়ি, জমি, গৃহ নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরী হবে। ইলেকট্রিকাল দ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। যায় শ্রী মহাকাল বলে বাড়ি থেকে বেরোন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে সময় যাবে। এত পরিশ্রম করার পরেও আজ কাজটা আটকে যাবে। নতুন জিনিস কিনবো ভাবছেন আজ না কেনাই শ্রেয়। কথা না রাখার জন্য কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ঋণের টাকা পরিষদ করার জন্য কাজ পাওনাদার কোনো চাপ দিতে পারে। প্রেমিক যুগল একে অপরকে বিশ্বাস করুন তবে অর্থনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে নয়। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ তর্ক থেকে সতর্ক থাকুন। বড় কাজে যাওয়ার আগে বা বিশেষ ব্যাক্তির সঙ্গে দেখা করার জন্যে আজকের দিনটা ঠিক নোই.যদি সম্ভব হয় দু এক দিন পরে সময় করে নিন। সরকারি কোনো আধিকারিকের সঙ্গে বাক বিতন্ডা হওয়ার সম্ভবনা প্রবল। বিক্রয় প্রতিনিধিরা আজ বোরো দায়িত্ব পেলেও না নিলে শুভ। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হটাৎ বিবাদ বিসংবাদ দেখা দেবে। কালো রঙের পোশাক আজ নাই বা পড়লেন পুরাতন বান্ধবের সাথে দেখা হলে শুধু শুনে যান, মতামত প্রকাশ না করা শুভ।

কর্কট রাশি : আজ এমন লোকের থেকে সম্মান পাবেন যা আপনি আশা করেননি। জল এবং তরল পদার্থ ব্যাবসায়ী দের নতুন কোনো চুক্তি ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে। বান্ধবদের মধ্যে আজ সবাই আপনাকে সমীহ করে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তি হবে। কোনো তৃতীয় ব্যাক্তির কারণে মনে বসন্তের ছোয়া লাগতে পারে, হয়তো মন বলে উঠবে ফুল ফুটুক, না ফুটুক আজ বসন্ত। রাজনৈতিক সমর্থক নেতা কর্মী দের জন্যে আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। যায় শ্রী মহাকাল বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : এক আনন্দ সংবাদ আসবে। পুরাতন যান বাহন এবং পুরাতন বান্ধব দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যাবসায়ীদের জন্য আজ শুভ দিন। জমি বাড়ি এজেন্ট এর কাজ করেন যারা আজ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। কালো রঙের বস্ত্র বিশেষত ছাতা বা রেইনকোট বিক্রেতাদের জন্য আজ বোরো কোনো চুক্তি সম্পাদন হবে। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বিবাহিত জীবনে আনন্দ প্রাপ্তি। ভাগ্য আজ আয়নার সাথে দেবে। জয় শ্রী গনেশ বলুন আগেই চলুন।

কন্যা রাশি : মন চাইবে কোনো বিশেষ বিষয় মতামত দিতে বা সমালোচনা করতে। আজ মনকে দমন করুন নইলে বাবদ বিতর্ক দ্বারা মনোনোকষ্ট বৃদ্ধি। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে ছোট ঝড় উঠবে। তবে আমফান বা আয়লা নয়। ছাত্র ছাত্রীদের আজ চেষ্টার দ্বারা সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। বুদ্ধির দাড়াও সফলতা প্রাপ্তিতে বাধা। দূর ভ্রমণ, জল ভ্রমণ ক্ষতির আশঙ্কা। যানবাহন এবং চতুস্পদ জন্তু থেকে সতর্ক থাকুন। ধৈর্য ধরুন। জয় শ্রী কৃষ্ণ বলুন আগেই চলুন।

তুলা রাশি : অন্যকে আঘাত দিলে সম্পর্ক টিকবে কিভাবে। মায়েদের মাতৃ অঙ্গে ব্যাধি বা নিম্ন তলপেটে ব্যাথা অনুভূত হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া ভালো। সম্পত্তি, বাড়ি জমি নিয়ে ছোট কোনো বিবাদ বোরো আকার নিতে পারে। কালো রঙের পোশাক ব্যবহার করবেওনা না। আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে ক্যানসেল করলে শুভ। দূর্গা নাম জপ করুন বাড়ি থেকে বেরোন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ শান্তির দিন। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তির দিন। নতুন কিছু কেনাকাটা করে আনন্দ লাভ করতে পারেন। ঔষধ বা কেমিকাল ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছোট ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি। হটাৎ করে কোনো স্বজন বান্ধবের দ্বারা নিমন্ত্রণ পাবেন। যে কাজটা বাধা পড়েছিল আজ তা জট খুলবে। মতামত জানান যুক্তি দিয়া নইলে অযুক্তিক ভাবে বাক্য বলতে ঘটনাটা হালকা হয়ে যাবে। গৃহ বধূকে নতুন কিছু কিনে দিন। সন্তান হয়তো আপনাকে কিছু উপহার দিতে পারে। মন্ত্র শ্রী কৃষ্ণ।

ধনু রাশি : ধৈর্য্য সহ আজ লক্ষ্য ঠিক রাখলে যে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন তাতে কৃতকার্য হবেন। সম্পত্তি কেনার কারণে বা নতুন যানবাহন নেওয়ার জন্য সিধান্ত নিতে পারেন। আজ অর্থ প্রাপ্তি হবে। অন্যের মতামতকেও গুরুত্ব দিলে আজ শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কৃষ্ণ বর্ণের প্রতিবেশী দ্বারা কোনো সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন। আজ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের জন্য সুখ বর। মন্ত্র শ্রী মহাকাল।

মকর রাশি : বান্ধবে র সহযোগে, যে সমস্যায় ছিলেন সেখান থেকে আজ বেরিয়ে আস্তে পারবেন। বিবাহিত স্ত্রী বা বান্ধবী বা পরিবারে কোনো মানুষের দ্বারা আজ সমস্যার জোট খুলবে। যেখানে যাবেন মনে করেছেন সময়ের দশ মিনিট আগে পৌঁছন লাভ প্রাপ্তি হবে। লোহা বা স্টিল ব্যাবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি আজ হয়ে পরবে। হাঁটুর ব্যাথায় কষ্ট পেলেও আজ শরীর ভালো ভালো থাকবে। জেক বিশ্বাস করে মনের কথা বলছেন সেই ব্যাক্তি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। জয় মা ভবতারিণী।মন্ত্র কালী মাতা।

কুম্ভ রাশি : অবশেষে গ্রহ পরিস্থিতি শুভ। আজ বান্ধবের সঙ্গে দেখা করুন। কিছু না কিছু শুভ সংবাদ পাবেন। যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। প্রতিবেশী আপনার কথা শুনে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। যারা ফ্লাট এ থকেন পূর্ব মুখী বা উত্তর মুখী ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের থেকে বন্ধুত্ব পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যাবসায়ীদের জন্য দিনটা অতীব শুভ। অথিতিদের আপ্যায়ণ করে আজ সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন।মন্ত্র আদ্যা স্তোত্র।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন। মনের কাজটা আজ হয়ে উঠবে। মনে মনে যাকে চান তিনি হৃদয়ের হাতটা বাড়িয়ে দেবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। যারা চাকরির আবেদন করছেন তাদের শুভ হবে। কিছু কেনাকাটা করলে আজ করুন দিনটা শুভ। অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ জাতক বা জাতিকাদের সরকারে তরফ থেকে কোনো শুভ অর্থকরী সংবাদ আসতে পারে। নার্ভের রোগ যাদের আছে আজ চিকিৎসকের দ্বারা শুভ হবে। জয় তারা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পূর্ব ভারতের রন্ধনশিল্পের মানোন্নয়নে নতুন অধ্যায় শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব ভারতীয় রন্ধন শিল্প সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল। পূর্ব ভারতের রন্ধনশিল্পকে উন্নত করতে এবং এই শিল্পের পেশাদারদের সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত, এই সমিতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, সিকিম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ-সহ বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করবে। ইআইসিএ এখন ভারতীয় রন্ধন শিল্প সমিতি এবং বিশ্ব রন্ধন সমিতির অধিভুক্ত একটি স্বীকৃত সংস্থা।

এর লক্ষ্য হল রন্ধনশিল্পের পেশাদার তরুণ শেফ, রন্ধনশিল্প বিদ্যালয়, হোটেল সংস্থা এবং খাদ্য ব্যবসার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করে শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আঞ্চলিক রান্না প্রচার, রন্ধন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিল্পের জন্য একটি সহযোগিতামূলক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট অভিরু বিশ্বাস, ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন্ত চক্রবর্তী, জেনারেল সেক্রেটারি সন্দীপ কে. পান্ডে, জয়েন্ট সেক্রেটারি সুনয়ন প্রামাণিক, ট্রেজারার রঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায়, অ্যাসোসিয়েট ট্রেজারার অরবিন্দ শেঠ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা।

ফের চালু হল এনজেপি দার্জিলিং টয় ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাস পর চালু হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ দেশ-বিদেশের পর্যটক-সহ মোট ৩৫জন যাত্রী নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি। এটি বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ দার্জিলিংয়ে পৌঁছবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই পদক্ষেপে খুশি পর্যটকরা।

এদিন টয়ট্রেন চালুর আগে এনজেপির টয়ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ডিআরএম-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে ডিআরএম বলেন, 'কয়েক মাস বন্ধ থাকা অবস্থায় রেললাইনের সংস্কার হয়েছে। তাই বর্তমানে কোনও আশঙ্কা নেই। এছাড়াও বৃষ্টির মরশুম না থাকায় পাহাড়ে ধসের সেরকম সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।' এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষে ডিআরএম-সহ রেলের আধিকারিকরা সবুজ পতাকা নাড়িয়ে টয়ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন।

গবাদি পশুর অবৈধ পাচার আটকালো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহের বুধবার ১৪ তারিখে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায় হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকরা। ওই বিশেষ অভিযানে নিশ্চিন্দা থানা এলাকার মাইতি পাড়া পাঁচ নম্বর গাড়িতে বোঝাই গবাদি পশু আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া গবাদি পশুর সংখ্যা ৭০, যার মধ্যে ২৪টি গবাদি পশুর বাচ্ছা ছিল।

আটক করা গাড়ির চালক ও খালাসিরা ওই উদ্ধার হওয়া পশুর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারে নি। পুলিশ আধিকারিকরা সমস্ত গবাদি পশু সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। আধিকারিকদের অনুমান, অবৈধভাবে বিক্রির জন্য গবাদি পশু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনাতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ আধিকারিকরা। উদ্ধারকৃত সকল গবাদি পশুর নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য গোশালায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে ১৫৬/২৪ ধারায় ২২৩/৩০৩(৩)/৩১৭(২)/৩২৫ ধারায় ও গবাদি পশুর সঙ্গে নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন ১৯৬০ এবং ৪৭(এ)/৪৯ (এ)/৫১/৫২/৫৬ অবৈধভাবে পশু পরিবহন আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কবি বিদ্যাপতির স্মৃতিতে কলস যাত্রা।

হাওড়া স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দালাল চক্র, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন হাওড়া: রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে থেকে ১৬ নভেম্বর শনিবার দালাল চক্রের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। যাত্রীদের থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগ, হাওড়া স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের থেকে। অভিযানে তিনজন দালালকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গোলাবাড়ি থানায় নির্দিষ্ট ধারাতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর আগে ১২ নভেম্বর মঙ্গলবার এই ধরনের দালালদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালিয়ে দশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত দালালদের বিরুদ্ধে গোলাবাড়ি থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

ঐতিহ্যের ঢাক গাড়ি আজও বাজে হাওড়ার রাসের মেলাতে

রাজীব মুখোপাধ্যায় ● হাওড়া

রাসের মেলায় ঢাক গাড়ির কথা এখনকার প্রজন্ম না জানলেও, আজ থেকে চার-পাঁচ প্রজন্মের আগে শৈশব বয়সে এই ঢাক গাড়ি নিয়ে খেলেনি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। ত্রিশ, চল্লিশ বছর আগে রাসের মেলাতে এই ঢাক গাড়ির কদর ছিল রীতিমতো ঈর্ষাণীয়। আজও গ্রামের রাসের মেলা থেকে আজকের শিশুরাও এই গাড়ি নিয়ে খেলে।

রাস পূর্ণিমায় বাংলার বিভিন্ন জায়গাতে বসে মেলা। রথের মেলায় যেমন বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, তাল পাতার পাখা, রঙিন মাছ ছাড়া রথের মেলা বোঝা যায়না। ঠিক রাসের মেলায় বাদাম, গুরকাঠি, জিলাপির সাথে ঢাক গাড়ি ছাড়া রাসের মেলা অসম্পূর্ণ। সময়ের সঙ্গে মেলারও অনেক কিছু রঙ বদল হয়েছে। নানান ধরনের আধুনিক খেলনা, ঘর সাজানো জিনিস বাসনপত্র-সহ নানা রকমের দোকান নিয়ে বসেছেন। যদিও মেলায় প্রবেশ করলে ঢাক গাড়ির শব্দ বলে দেয় রাসের মেলা। রাসমেলায় ঢাক গাড়ি বিশেষ আকর্ষণ। মাটির সরাতে টান করে চামড়া বসানো, বাঁশের কাঠি দিয়ে তার অবয়বের উপরে সেই সরা বসিয়ে ঢাক গাড়ি প্রস্তুত করা হয়। এই সাধারণ খেলনা আজও হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে রাসের মেলা থেকে কিনে বর্তমান প্রজন্মের হাতে তুলে দেন অভিভাবকেরা। নির্দিষ্ট কোন তারিখ বা বছর নেই এক প্রজন্মের পরে আরেক প্রজন্মের হাত ধরে রাসের মেলায় এই ঢাক গাড়ি পরিচিত। বারো মাসে নানান বড় কোনও উৎসবে বা বড় কোনও পুজোতে মেলা বসলেও বছরে একমাত্র রাশের মেলাতেই এই ঢাক গাড়ির দেখা মেলে।

প্রভাত মান্না এক প্রবীণ ক্রেতা জানান, তার ছেলেবেলার সময়ও এই ঢাক গাড়ি পাওয়া যেত। তখন তিনি চার পয়সায় কিনেছিলেন। এখন সেই গাড়ি ২৫ থেকে ৩০ টাকায় কিনছেন। আগে এই আন্দুল এলাকায় বাড়ি ছিল, এখন অনেকটা দূরে থাকেন। তবে এই পথ দিয়ে যেতে গিয়েই তার নাতনির জন্য এই খেলনা কিনে নিয়ে যাবেন। রাসের মেলায় এই ঢাক গাড়ির একটা প্রচলন আছে আগাগোড়া। আধুনিক খেলনা উঠলেও এই বঙ্গের বিখ্যাত কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা আগেও ছিল, এখনো আছে, আগামীদিনেও থাকবে। এমনটাই মনে করেন।

তসলিম শেখ বিক্রেতা বলেন, আমার বয়স ৬০ উর্ধ্ব। ৪৫ বছর ধরে হাওড়ার আন্দুলের রাসের এই মেলায় আসছেন। আগে দুই টাকায় বিক্রি করতাম, এখন কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকায় বিক্রি করি। এই খেলনাটা খুব পুরনো। বাচ্চারা না নিলেও বাবা মায়েরা কিনে দেয় কেননা পুরনো জিনিস তাই। মেলায় ঢাক গাড়ি বাদাম যদি না বসতো, মেলা চলতো না একসময়ে। এটা এই রাজ্যের এক কুঠির শিল্প। তিনি এসেছেন মগরাহাট আলমপুর নামক এলাকা থেকে। আর এক বিক্রেতা তিনি বলেন, '৩০-৩৫ বছর যুক্ত আছেন। মেলা হলে ঢাক গাড়ি নিয়ে মেলায় আসি। আগের তুলনায় সামান্য হলেও চাহিদা কমেছে, আগে অতিরিক্ত চাহিদা ছিল। রাসের মেলায় ঢাক গাড়ি একটা ঐতিহ্য আছে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই গাড়ি বেশি কেনেন। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন খেলনা উঠে গেছে এখন মোবাইল সব খেলনা দিয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেটে। বর্তমান মার্কেট অনুপাতে এই ঢাক গাড়ির খেলনার খুব একটা দাম বাড়েনি। মেলায় বসার জন্য কমিটিকে ভাড়া দিতে হয়, ইলেকট্রিক ভাড়া দিতে হয়, গাড়ি ভাড়া আছে সব নিয়ে চলে যায়।' যদিও আজও অতীত প্রজন্মের হাত ধরে রাসের মেলায় ঢাক গাড়ির যে কদর কমেনি মেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে তা বলাই যায়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ২০২৪, ২ অগ্রহায়ণ, সোমবার

ফের শিক্ষানীতিতে বদল আনতে চলেছে ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার বছরে স্নাতক। নতুন পদ্ধতি চালু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। কয়েক বছরের কাটতে না কাটতেই ফের সেই পদ্ধতিতে আসতে চলেছে বদল। সূত্রের খবর, চার বছরের কোর্স কোনও পড়ুয়া যদি তিন বছরে তা সম্পূর্ণ করতে পারে তাহলে তাঁকে ডিগ্রি দিয়ে দেওয়া হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই পদ্ধতিতে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের চার বছরের সিস্টেম কেরল-পশ্চিমবঙ্গ মানলেও এখনও মানেনি তামিলনাড়ু। সেই শিক্ষানীতির কয়েক বছর হতে না হতেই ফের নতুন পদ্ধতি চালুর ভাবনা কেন্দ্রের। জাতীয় শিক্ষানীতির পাল্টা রাজ্যের শিক্ষানীতি চালু করেছিল রাজ্য। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের কোর্স চালুও করেছিল। তবে ফের নতুন পদ্ধতির কথা শুনে ধন্দে রাজ্য। চার বছরের কোর্স তিন বছরে আর তিন বছরের কোর্স আড়াই বছরে শেষ হলে আদতে লাভ হবে পড়ুয়াদেরই, দাবি কেন্দ্রের।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে অংশগ্রহণ করা। কারণ, এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলে আমাদের যুব সমাজকে সময় উপযোগী তৈরি করতে পারব। এখনকার রাজ্য সরকারের এমন হাল হয়ে গিয়েছে যে ভাল কাজ করলেও বিরোধ করতে হবে।' এদিকে অধ্যাপক নন্দিনী মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের কোনও জ্ঞান নেই। এরা পরিষ্কার আমেরিকা-ইউরোপের অনুকরণে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের দেশের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে। আমাদের এখানে এই ধরনের পরিস্থিতি কোনও ভাবেই কাম্য নয়। আমরা এখানকার একটা বাচ্চাকে প্রথমে বললাম তোমায় চার বছরে ডিগ্রি কোর্স শেষ করতে হবে। তারপর বললাম তোমরা তিন বছরে শেষ করতে চাইলে করে নিতে পার। এবার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ আছে যে তারা বিভিন্ন বছরে তা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে? এই টাইম টেবিলই বানানো যায় না। একটা বৈষম্য তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে।'

১৪ হাজার হকারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে চলতি মাসেই

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের পর কলকাতা শহর তথা রাজ্যের হকার নীতি ঠিক করতে বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময়েই কলকাতা পুরসভাকে শহরের জন্য সুষ্ঠু হকার নীতি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পর কলকাতা শহরে বৈধ হকার ঠিক করতে ডিজিটাল সমীক্ষাও চালানো হয় কলকাতা পুরসভার তরফে। কলকাতা পুরসভার একটি সূত্র জানাচ্ছে, পুজোর আগে শহরের হকারদের নিয়ে সমীক্ষা করেছিল পুরসভা। সেখানে ৫৪ হাজার ১৭৮ জন হকারের নাম নথিভুক্ত করা হয়। কোন হকার কোন এলাকার ফুটপাতের কোথায় কতটা জায়গা নিয়ে বসে আছেন, সমীক্ষায় তার লোকেশন জিপিএস ট্যাগিং করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁদের আধার ও প্যান কার্ডের কপি নেওয়া হয়েছিল। সেই সব শর্ত পূরণ করে এখন চূড়ান্ত অনুমোদনের পালা। কিন্তু কলকাতা পুরসভার সমীক্ষা অনুযায়ী যে ১৪ হাজারের কিছু বেশি হকারের বসার জায়গা নিয়ে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। হকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠক বসছে। সেই বৈঠকে হকার নীতিতে সিলমোহর দেওয়া হতে পারে। পুরসভা সূত্রে খবর, ফুটপাতের নির্দিষ্ট জায়গায় স্টল গড়ে ব্যবসা করছেন কমবেশি ৪০ হাজার হকার। তাঁদের নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু বাকি ১৪ হাজার হকার নিয়ে জটিলতা রয়েছে। এই অংশের হকারদের কারও একাধিক ডালা থাকার সন্ধান মিলেছে। কেউ রাস্তার দিকে মুখ করে ব্যবসা করছেন, কেউ আবার একই নামে ফুটপাতের দু'দিকে স্টল করেছেন। কেউ আবার বিভিন্ন মোড়ে বা ফুটপাতে নির্দিষ্ট জায়গা না ছেড়ে ব্যবসা করছেন দিনের পর দিন। আপাতত তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হবে না বলেই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। অনিশ্চয়তায় থাকা এই হকারদের নিয়ে টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে, পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দ্রুতই ওই ১৪ হাজার হকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কলকাতা পুরসভা। আপাতত টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে তাদের নিয়ে আলোচনা হবে। কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, কোনও বৈধ হকারকে বঞ্চিত করা হবে না। কিন্তু অসাধু উপায় যদি কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এক নামে একাধিক হকারের ডালার সন্ধান পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে পুরসভা রেয়াত করবে না। সুষ্ঠু হকার নীতি প্রণয়ন করে হকারদের নির্দিষ্ট পরিধি অনুযায়ী ব্যবসার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা।

তৃণমূলই তৃণমূলকে খুন করছে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূলই তৃণমূলকে খুন করছে। রবিবার খড়দা রহড়া বাজার মোড়ে বিজেপির সদস্যতা গ্রহণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে জোরের সঙ্গে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এদিন বিজেপির খড়দা মন্ডল-১ ও ২ এর উদ্যোগে সদস্যতা গ্রহণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। ভাটপাড়ার গুলি কান্ড নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, 'তৃণমূলই তৃণমূলকে খুন করছে। তৃণমূলকে তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচাতে এরাজ্যে বিকল্প দলের প্রয়োজন আছে।' তাঁর দাবি, ২০২৬ সাল পর্যন্ত এই সরকার থাকবে না। কসবায় কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে গুলির ঘটনা নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, 'টাকা-পয়সা নিয়ে তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল। লোকের পয়সা কেড়ে নিলে সে তো আর রসগোল্লা ছুঁড়বে না। গুলি ছুঁড়বে।' তাঁর দাবি, ওটা তৃণমূলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এগুলো না থাকলে তৃণমূল থাকবে না। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধানের আত্মহত্যা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক। ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভালো।'

আরজি কর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক তরুণী হত্যার ১০০ দিন পার। এখনও দোষীদের শাস্তি না হওয়ায় ধর্মতলার মোড়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ।

সুশান্ত কাণ্ডে ধৃতের রয়েছে তিনটি ফ্ল্যাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুশান্ত ঘোষকে গুলি চালনার ঘটনায় মাস্টারমাইন্ডকে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের গলসি থেকে ধরেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইকবাল ওরফে আফরোজের তপসিয়ার গুলশন কলোনিতে রয়েছে ফ্ল্যাট, এমনটাই সূত্রে খবর। পুলিশের অনুমান, এই ফ্ল্যাটে বসেই সুশান্ত ঘোষের উপর ছক কষা হয় হামলার। তৃণমূল কাউন্সিলরের উপর হামলার পর থেকেই বন্ধ আফরোজের ফ্ল্যাট। বেপাত্তা গোটা পরিবার।

এদিকে সূত্রে এও খবর মিলছে, গুলজারের মোট তিনটি ফ্ল্যাট রয়েছে। দু'টি ফ্ল্যাটে ভাড়া দিয়ে রেখেছে। একটিতে তার বাবা-মা এবং বোনেরা থাকতেন। সেখানে মাঝে-মাঝে দেখা করতে আসত সে। আরও একটি ফ্ল্যাট রয়েছে অন্য একটি আবাসনে। সেখানে স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে থাকত সে। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত প্রতিবেশীরা দেখতে পেয়েছে আফরোজকে। শনিবার সকাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে তার স্ত্রী এবং সন্তানকে। কিন্তু তারপর থেকেই তালা বন্ধ ঘর। কারও দেখা নেই। এদিকে প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন জানান, এখানে ওঁরা দেড় দু'বছর ধরে আছে। দুটো ঘরে ভাড়া দিয়েছে। দশ পনেরো দিন আগে এসেছিল। বলল ঘুরতে এসেছি।'

ব্যারাকপুরে আবাসনের বেসমেন্টে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় থানার ব্যারাকপুরে ঘোষপাড়া রোডের লালকুটি ব্রিজের কাছে একটি আবাসনের বেসমেন্টে আগুন লাগে। ওই আবাসনের বেসমেন্ট অর্থাৎ সর্বনিম্নতলে একটি গ্যারেজ আছে। সেই গ্যারেজে বেশ কয়েকটি গাড়ি ও বাইক রাখা ছিল। রবিবার দুপুরে আচমকা ওই আবাসনের গ্যারেজে আগুন লেগে যায়। দমকলের চারটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভায়। যদিও গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল। আবাসনের বেসমেন্টে আগুন লাগায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসিকরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ব্যারাকপুর পুরসভার উপ-পুরপ্রধান সুপ্রভাত ঘোষ বলেন, 'আগুনে গ্যারেজে থাকা একটি গাড়ি এবং একটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও অন্যান্য গাড়িগুলোকে সরানো সম্ভব হয়েছে। দমকলের চারটি ইঞ্জিন তৎপরতার সঙ্গে কাজ আগুন নেভায়।' উপ-পুরপ্রধান জানান, 'অনুমান করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে। তবুও আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নিউ মার্কেটের শীতের বস্ত্র কেনাকাটার ভিড়।

হেল্পলাইন খুলে আর্থিক প্রতারণা, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের ভুয়ো হেল্পলাইন খুলে ১২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম পঙ্কজকুমার শাহ, পঙ্কজ কুমার ও তন্ময় মণ্ডল।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে এও জানানো হয়েছে, ঘটনা মাস খানেক আগের। প্রতারিত হন যিনি, তাঁর বাড়ি লেক রোডে। পুলিশের কাছে দায়ের করা অভিযোগে ওই ব্যক্তি জানান, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার একটি সংস্থার দীর্ঘদিনের গ্রাহক তিনি। সেই সময়ে কিছু দিন যাবৎ ইন্টারনেট সংযোগে তাঁর সমস্যা হচ্ছিল। সমস্যা কাটাতে তিনি ইন্টারনেট ঘেঁটে ওই সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পলাইন নম্বর জোগাড় করেন। সেই নম্বরে যোগাযোগ করার কিছুক্ষণের মধ্যে জালিয়াতরা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই হেল্পলাইন নম্বরটাই ছিল ভুয়ো, প্রতারকরা কারসাজি করে এমনভাবে নম্বরটা দিয়ে রেখেছিল, যাতে ওই সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পলাইন নম্বর সার্চ করলে ভুয়ো নম্বরটা অনেকে পেয়ে যান। তাদের ফাঁদে পা দিয়ে লেক রোডের ওই ব্যক্তি ভুয়ো নম্বরে ফোন করলে 'স্ক্রিন শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি'র মাধ্যমে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়।

এরপরই এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয় লেক থানায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখার হাতে তদন্তভার যায়। শেষমেস গোয়েন্দারা ট্যাংরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে পঙ্কজকুমার শাহ ও পঙ্কজ কুমার এবং গাইঘাটা থেকে তন্ময় মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেন। গোয়েন্দাদের বক্তব্য, প্রতারণা করে হাতানো টাকা তন্ময় একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সে সব জায়গায় সরিয়েছিল। ওই চক্রে আর কারা জড়িত, সেটা ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানার চেষ্টা করছেন।

বিচারের দাবিতে জগদ্দলে পথে নামলেন মৃত তৃণমূল নেতার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগদ্দল থানার অদূরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন তৃণমূলের ১২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি অশোক কুমার সাউ। তিনি দক্ষিণ পাল ঘাট রোডের বজরঙ্গ পরিষদের কর্মকর্তা ছিলেন। তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় পুলিশ কৌসর আলি ও সুজল পাসোয়ান নামে দু'জনকে পাকড়াও করেছে। যদিও খুনের ঘটনায় জড়িত মূল অপরাধীরা এখনও বেপাত্তা। বিচারের দাবিতে রবিবার বিকেলে বজরঙ্গ পরিষদের তরফে প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। উক্ত মিছিল কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে জগদ্দল থানার সামনে শেষ হয়। মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা ছাড়াও এই প্রতিবাদী মিছিলে পা মেলালেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ, যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী-সহ বহু সাধারণ মানুষ। এদিন মিছিল থেকে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান তোলা হয়। মিছিল শেষে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জগদ্দল থানার সামনে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

বিক্ষোভের জেরে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোড বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে এদিন মৃতের পরিবারের সদস্যরা থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। মৃতের ভাই কিশোর সাউয়ের অভিযোগ, পুলিশ মূল অপরাধীদের ধরছে না। তাই তাঁরা বিচারের দাবিতে পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। অপরদিকে ভাটপাড়া বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, 'জগদ্দল-ভাটপাড়ায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার।' পুলিশের ভূমিকা ঠিক নয় বলেই এদিন একজন নাগরিক হিসেবে তিনি পথে নেমেছেন। প্রতিবাদী মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'বজরঙ্গ পরিষদের ডাকে এদিন সাধারণ মানুষ পথে নেমেছেন। অশোক সাউ খুনের ঘটনায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।'

পাশাপাশি জগদ্দল-ভাটপাড়া জুড়ে জুয়া, সাট্টা ও মদের ঠেক বন্ধের দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক রোহিত সাউ বলেন, 'অশোক সাউ বজরঙ্গ পরিষদের কর্মকর্তা ছিলেন। ওনি একজন সমাজসেবক ছিলেন। এলাকায় অবৈধ কারবারের প্রতিবাদ করায় ওনাকে খুন হতে হল।' বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী বলেন, 'থানার ২০০ মিটারের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে একজনকে গুলি করে হত্যা করা হল। এতেই প্রমাণিত, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই।' তাঁর অভিযোগ, বাংলায় এখন ধর্ষণ আর খুনের সংস্কৃতি চলছে। তাঁর দাবি, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লাগাতার রাস্তায় নামতে হবে। তাহলেই বাংলায় পরিবর্তন আসবে।

বিচারহীন ১০০ দিন, বিচারের দাবিতে সাইকেল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারহীন ১০০ দিন। বিচারের দাবিতে ফের পথে নামলেন অভয়ার বাবা-মা। প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট নৃশংসভাবে মৃত্যু হয়েছিল আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের। সেই ঘটনার ১০০ দিন অতিক্রান্ত। কিন্তু এখনও বিচার হয়নি। বিচারের দাবিতে ফের পথে নামলেন অভয়ার বাবা-মা। রবিবার বিকেলে পানিহাটির অম্বিকা মুখার্জি রোডের নাটাগড়ে অভয়ার বাড়ির সামনে থেকে এক প্রতিবাদী সাইকেল র‍্যালি বের হয়। এইচবি টাউন, পানিহাটি, বিটি রোড হয়ে ডানলপ মোড়, সিঁথির মোড় হয়ে র‍্যালি পৌঁছয় শ্যামবাজারে। মশাল জ্বালিয়ে সেই সাইকেল মিছিলের শুভ সূচনা করেন অভয়ার বাবা-মা। অভয়ার বাবা-মা জানান, 'বিচার মিলবে। কাউকে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের আন্দোলনটাকে ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিচার না মিললে, ছিনিয়ে আনতে হবে।' অন্যদিকে অভয়ার মা বলেন, '৯ আগস্ট মেয়েকে খুনের পর যে মশাল আমাদের বুকে জালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওই মশাল এখনও জ্বলছে।' তবে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অভয়ার বাবা-মা।

সম্পাদকীয়

মানুষ প্রতিবাদ করে বোঝালেন যে শিরদাড়া কিন্তু এখনও সোজা আছে

শেষ কথা তো বলে ওই জনগণই। তবে এটা ঠিকই যে, সাড়ে সাত হাজার জুনিয়র চিকিৎসক বা তার সঙ্গে পরোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকা আশি-নব্বই হাজার চিকিৎসকের আন্দোলন সরকারি রাজনৈতিক শক্তির চেয়ারকে নাড়িয়ে দিতে পারে না। সম্ভাবনা তখনই দেখা দিত, যদি কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বা শক্তিগুলো এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত। তবু ওই ক্ষুদ্র অংশটির নেতৃত্বে কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ জনা চার-পাঁচেক সর্বোচ্চ পর্যায়ের আধিকারিককে তাঁদের বর্তমান পদ থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য (মতান্তরে প্রমোশন) করানো; এটাকে এক অর্থে জনগণের রাজনৈতিক জয় বলা চলে। কারণ, সরকার বুঝেছিল জনগণকে এই আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনতে হলে কিছু ভুলের (বা সচেতন অপকর্মের) মাসুল দিতে হবে। আসলে এই আড়াই-তিন মাসে মানুষ শুধু অভয়ার ঘটনার প্রতিবাদ করেননি। আশেপাশে হয়ে চলা অন্যায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বহু ব্যর্থতার প্রতিবাদ জানাতে তাঁরা পথে নেমেছিলেন। তাঁরা এই জমানায় হয়তো খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন আর একটি বিরোধী জ্যোতি বসু কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁরা নিজেরা রাজ্য প্রশাসনের বহুবিধ ব্যর্থতা ও রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবেন। এই উদাহরণ তাঁরা এই জমানায় বোধ হয় দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাননি। তাই দলীয় পতাকার বাইরে ওই চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন তাঁরা। সবশেষে বলা চলে, অভয়ার ঠিকঠাক বিচার সিবিআইয়ের কাছে পাওয়া যাবে কি না, সে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও মানুষ প্রতিবাদে নেমে বুঝিয়ে দিয়েছেন, সাধারণ নাগরিকদের শিরদাঁড়া এখনও ঋজু আছে।

শব্দবাণ-১০৫

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নালিশ ৩. ফাজিল ব্যক্তি ৪. তবলচি বাজায় ৬. নতুবা, অন্যথায় ৯. মহাশয় ১০. গ্রিক, যাবনিক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নারকেল মালা থেকে তৈরি চামচ ২. দীন ৩. আদেশ, হুকুম ৫. নিরুত্তর ৭. চেরবার মজুরি ৮. রাত্রি।

সমাধান: শব্দবাণ-১০৪

পাশাপাশি: ২. উত্তরচ্ছদ ৫. খন্দ ৬. পাঞ্চ ৭. ফল ৮. গদ ১০. নগরদ্বার।

উপর-নীচ: ১. স্বচ্ছ ২. উৎপাদন ৩. রক্ষা ৪. দখলকার ৯. ঘর ১১. গল্প।

জন্মদিন

আজকের দিন

আবির চট্টোপাধ্যায়

১৯৪৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমলনাথের জন্মদিন।

১৯৭২ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের জন্মদিন।

১৯৮০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তিনটি শিশু আজও আমাদের হাতছানি দেয়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথায় বলে সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। বড় হওয়ার বাতিক শিশুর শৈশব অতিদ্রুত ঝরে যায়, শিশুও বড় হওয়ার আভিজাত্যে শৈশবকে অস্বীকার করে। যেখানে শৈশবের রাজত্বই বিপন্নপ্রায়,সেখানে শিশুদের মধুস্মৃতিও বিস্মৃতির শিকার হয়ে ওঠে। অথচ শিশুর মতো স্বপ্ন দেখতে যে পারে তার মধ্যেই সুখী মানুষের হদিশ দিয়েছেন অস্কার ওয়াইল্ড। জীবনের মধুবন তো শৈশবেই। দুঃখকষ্ট শোকতাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। চারিদিকে আনন্দের হাতছানি। ইচ্ছেডানায় ভর করে অনায়াসেই রূপাকথার জগতে পাড়ি দেওয়া যায়। কোথাও অভাব অনটনের বালাই নেই, আপন খেয়াল অবিরাম নিজেকে খুঁজে চলা। সর্বত্র আনন্দ আর আনন্দ। সব পেয়েছির দেশে কেউ রাজপুত্র,কেউ রাজকন্যা। বাস্তব আর স্বপ্নের হাত ধরাধরি করে চলার জীবনে কেউ অপু,কেউ দুর্গা হয়ে ওঠে। অথচ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে ঝাঁকুনিতে স্বপ্নের হাত খুলে যায়,জীবন এগিয়ে চলে। আসলে তখন স্বপ্নকে মনে হয় মিথ্যে, জীবনকে শক্ত ভিতে দাঁড় করানোর বাধা। তাতে সেই স্বপ্নহীন জীবন ক্রমশ ভারি হয়ে ওঠে। অন্যদিকে শিশুর স্বপ্নকে অস্বীকার করে মিথ্যা কল্পনায় ভর করে বড় হওয়ার প্রতিযোগিতা প্রকট হয়ে ওঠে। ক্লাসে একজন ফার্স্ট হলেও সকলের মধ্যেই তা জাগিয়ে তোলা হয়। প্রতিভা স্বাভাবিক না হলেও অস্বাভাবিক ভাবে নানাবিদ্যায় পটিয়সী করার ঝোঁক চেপে বসে। সেদিক থেকে ভেতরের শিশুটিকে হত্যা করেই আমাদের বেড়ে ওঠার আয়োজন চলে,বাস্তবকে আপন করেই জীবনকে গড়ে তোলা জরুরি মনে হয়। শৈশবকে পরাজিত করে কত দ্রুততার সঙ্গে শিশুকে বড় করা যায় তার বিস্তার সর্বত্র। অকালপক্কতাতেও আমাদের অনীহা নেই। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো থেকে কার্বাইডে আম পাকানোর মতো সবই জেনেশুনে চলতে থাকে। এর নেপথ্যে থাকে বড় করার ও বড় হওয়ার অতৃপ্ত বাসনা, অতি দ্রুততার সঙ্গে লক্ষ্য পূরণের অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক চাহিদা। সেখানে শৈশব হারানোর বোবা কান্না কেউ শুনতে পায় না, শুনতেও চায় না ইচ্ছে করে।

আসলে শিশুর মধ্যে পিতাকে দেখার বাতিক আমাদের চিরকেলে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আর তীব্র আকার ধারণ করেছে মাত্র। রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্বয়ং সেকথা স্পষ্ট করে তুলেছেন তাঁর 'My heart leaps up' (১৮০২) কবিতায়, 'The child is the Father of the Man'। অন্যদিকে কবি গোলাম মোস্তাফাও তাঁর 'কিশোর' কবিতায় একই কথা বলেছেন,'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। সেক্ষেত্রে পিতাকে জাগ্রত করতে গিয়ে শিশুর শৈশবকেই ক্রমশ অস্বীকার করার প্রবণতা জাঁকিয়ে বসেছে। ফল হিতে বিপরীত। শিশুকে অতিদ্রুত বড় করতে গিয়ে শৈশব ঝরে পড়ে। খাঁচাবন্দি তোতাপাখির শিক্ষায় না পেল সুশিক্ষা, না পেল মুক্তির আনন্দ। দীর্ঘদিন পরে মুক্তি পেলেও ডানায় ওড়ার শক্তি থাকে না,দুচোখে স্বপ্নও আর নিবিড় হয়ে আসে না। সবকিছু পেয়েও কোনোকিছুতে ভোগ বা উপভোগের আনন্দ মেলে না। আসলে মনের সেই শিশুটিকে হত্যা করেই আমাদের বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবন। সেখানে বড়ত্বের গৌরবে অচিরেই শৈশবেই আত্মসর্বস্ব কেরিয়ারিস্ট করে তোলার আয়োজন তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সুবিধাবাদী স্বার্থপর মানুষের জন্ম দেয়। তাকে নিজের সুবিধা মতো জীবনকে গুছিয়ে নেওয়া মন্ত্রে দীক্ষিত করা হয়, গিরগিটির মতো রঙ পাল্টে শিকার করতেও শেখানো হয়। তাতে শিশুর আসল সত্তাই আর থাকে না। শৈশবের হাতছানি অজান্তেই অপরিণত শিশুমনের দুর্বলতা বলে মনে হয়। শিশুর পবিত্র তৃপ্তিবোধ নিঃস্ব হয়ে পড়ে, বড়র বিকৃত ক্ষুধা ক্রমশ গ্রাস করে চলে। আর সেখানেই শিশুর অপমৃত্যু ঘটে। গুছিয়ে মিথ্যা বলাতেও লোকে স্মার্টনেস দেখে, সাজিয়ে কথার মারপ্যাঁচে ম্যাচুউর ঠাওরায়। অথচ সেই চির শিশুর দোসর সেদিনও কবির ভাবনাতেও জেগেছিল।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় তিন শিশুর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। 'কলকাতার যীশু' কবিতার শিশুটি সবচেয়ে ছোট। দারিদ্রপীড়িত শিশুটি আপন ছন্দে কলকাতা জনবহুল রাস্তায় মাঝে হেঁটে অসংখ্য বাস থামিয়ে দিয়ে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। লাগামহীন শৈশবের এ এক অনাবিল আনন্দের প্রকাশ। আমরা তাই বিরক্ত হই না,বরং আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। চালচুলোহীন মায়ের কোলে এরকম শিশু রাস্তাঘাটে এখনও অবিরল। অন্য আরেকটি শিশু 'অমলকান্তি' কবিতার অমলকান্তি। বয়সে সে একটু বড়। স্কুলে পড়ার সময় সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। তার স্বাদ ও স্বপ্ন ব্যতিক্রম। কবি নিজেও তা স্বীকার করেছেন। পড়ায় তার মন নেই। সবাই যেখানে মাস্টার বা ডাক্তার হতে চায়, সে রোদ্দুর হতে চেয়েছে। সে যে চির শিশুর দোসর। তার কল্পনারাজ্যেই তার আনন্দ,তার মধুবন। রৌদ্রের আলোর পরশেই সে নিজেকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। অন্যদিকে আরেকটি শিশুর কথা বলেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায়। এর আগের দুটির প্রথমটি 'কলকাতার যীশু' বলে অভিহিত করা হয়েছে, অন্যটি অমলকান্তি নামেই প্রকাশিত। 'উলঙ্গ রাজা'য় কোনো নামধাম নেই। অথচ শিশুর পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। স্তাবক পরিবৃত উলঙ্গ রাজাকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য তার খোঁজ পড়েছিল। রাজা যে উলঙ্গ একথা তার মুখের সামনে বলার সৎসাহস কারও নেই। একমাত্র শিশুটিরই তা আছে। 'সত্যবাদী, সরল,সাহসী একটি শিশু'ই পারবে 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' বলতে। সেই শিশুটির খোঁজ চলার কথা বললেও তাকে পাওয়ার কথা কবি জানাননি। প্রয়োজনও নেই। কবি শিশুর সত্য,সরল ও নির্ভীক প্রকৃতির কথাই শোনাতে চেয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যটি বেরিয়ে ছিল ১৯৭১-এর জুলাই-এ। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে কবি শিশুটির কথা ভেবেছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে এখন তো সেই শিশুর কথা ভাবনাতেই আসবে না। আধুনিক ভোগবাদী জীবনের পরাকাষ্ঠায় যেখানে শিশুর শৈশবকেই ঝেঁটিয়ে বিদায়ের ব্যবস্থা মজবুত করা হয়, সেখানে সত্যবাদী সরল ও সাহসী শিশুকে তো খুঁজে পাওয়াই দুরূহ। অথচ এখন তাকে খুঁজে পাওয়া জরুরি হয়ে উঠেছে। রাজার বিলাসিতা নয়,তার মিথ্যা ভাবমূর্তিই আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। অথচ তার মুখোশকে প্রশ্ন করার কেউ নেই আর। ঘরে ঘরে বুড়ো খোকারাই শিশুদের নীরবতা পালন করার মন্ত্র শিখিয়ে চলেছে নীরবে,নিভৃতে,একান্ত গোপনে। সেখানে সত্যবাদী, সরল ও সাহসী শিশুরাই আজ মুখোশের অন্তরালে,ভাবা যায়!

প্রফেসর: বাংলা বিভাগ,সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ন্যায়বিচারের নক্ষত্র ডিওয়াই চন্দ্রচুড়

প্রদীপ মারিক

ডিওয়াই চন্দ্রচুড় ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতের বিচার বাবস্থায় এক যুগান্তকারী বিচারকের আসন অলংকৃত করে করে থাকবেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিচারের অংশীদার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য নির্বাচনী বন্ড প্রকল্প, রাম জন্মভূমি মামলা, সাবরিমালা মামলা, সমলিঙ্গ বিবাহ, জম্মু-কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার সংক্রান্ত মামলা। ৯ ই নভেম্বর ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, এসএ বোবদে, ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, অশোক ভূষণ এবং এস আবদুল নাজিরের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছিলেন অযোধ্যার বিতর্কিত জায়গাটি হিন্দুদের কাছে হস্তান্তর হবে এবং এখানেই রামমন্দির স্থাপন করা হবে। বেঞ্চ আরও বজায় রেখেছে যে মুসলমানরা তাদের ৪৫০ বছরের পুরানো মসজিদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সরকারকে তাদের জন্য একটি 'বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত' পাঁচ একর জমি অযোধ্যায় একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মান্যতা দেয়। হিন্দু ট্রাস্টি বোর্ড রামমন্দির নির্মাণ করে এবং মুসলিমদের জন্য পাঁচ একর জমির ও বাবস্থ্যা করা হয়। হিন্ডেনবার্গ অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি একযোগে বিরোধিতায় নেমেছিল। সেবারেও বিশেষজ্ঞ দল দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের কথাও বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। তারপরেও আদানি এন্টারপ্রাইজেসকে মার্কিন আদালতে হিন্ডেনবার্গের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ, হিন্ডেনবার্গকে এই তদন্তে পক্ষ করা এবং তারপরেও বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টকে মান্যতা দিয়ে আদানি এন্টারপ্রাইজেসকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছিল। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রথমে সক্রিয় থাকলেও পরে সুপ্রিম কোর্ট এর বৈধতাকে মান্যতা দেয় যখন সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। ১১ ই ডিসেম্বর ২০২৩ সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ জানিয়ে দিল, জম্মু কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারার প্রয়োগ বাতিল করা ছিল বৈধ পদক্ষেপ। কারণ, ৩৭০ ধারা কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয় বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সংবিধান বেঞ্চের রায় দেন, ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সুপারিশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বৈধ। তবে কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে অবিলম্বে বিধানসভা নির্বাচনের নির্দেশও দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চন্দ্রচুরের নেতৃত্বে এই যুগান্তকারী রায় এবং মোদি সরকারের সুপ্রিম কোর্টের প্রতি মান্যতাই কাশ্মীরে আজ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। জনস্বার্থে বা জনগণের কল্যাণের কোনও প্রকল্পের যুক্তি দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন যে কোনও সম্পত্তি সরকার চাইলেই অধিগ্রহণ করতে পারে না, এমনি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন ন'জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, ব্যক্তি মালিকানাধীন সব সম্পত্তিই কমিউনিটি রিসোর্স বা গোষ্ঠী উন্নতির কাজে ব্যবহারের মতো নয়। ফলে জনস্বার্থের কারণ দেখিয়ে সেগুলি অধিগ্রহণ করা যায় না। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি হৃষীকেশ রায়, বিচারপতি বিভি নাগরত্ন, বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা, বিচারপতি মনোজ মিশ্র, বিচারপতি রাজেশ বিন্দল, বিচারপতি এসসি শর্মা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ এই মামলাটি শুনছিলেন। মামলায় তিনটি আলাদা রায় লেখা হয়েছে। একটি লিখেছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়-সহ সাত বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের লাইব্রেরিতে-ই ন্যায়ের নতুন মূর্তিটি বসানো হয়েছে। প্রধান বিচারপতির নির্দেশেই পুরনো মূর্তি সরিয়ে বসেছে নতুন মূর্তি। শ্বেতবর্ণের নতুন নারীমূর্তিটি নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন এই নারীমূর্তির চোখে কোনও বাঁধন নেই। তার এক হাতে রয়েছে দাঁড়িপাল্লা, অন্য হাতে রয়েছে ভারতের সংবিধান। এর আগে ন্যায়ের প্রতিমূর্তি হিসাবে যে নারীমূর্তি প্রচলিত ছিল, তার চোখে কালো কাপড় বাঁধা থাকত। আইনের চোখে সকলেই সমান; মূলত এই বার্তাই দিত সেই কাপড় বাঁধা চোখ। অর্থাৎ, বিচারের সময় আদালতের কাছে ক্ষমতা, ধনদৌলত, সামাজিক মানমর্যাদা কোনও কিছুই বিবেচ্য হয় না। সকলকে সমান চোখে দেখে বিচার করা হয়। ন্যায়মূর্তির এক হাতে তরোয়াল ছিল আইনের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতার পরিচায়ক। বর্তমানে যে নারী মূর্তিটি বসানো হয়েছে এই যুগান্তকারী। পদক্ষেপটি গ্রহণ করতে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জোর দিয়েছিলেন যে 'আইন অন্ধ নয়, এটি সবাইকে সমানভাবে দেখে।' এই পরিবর্তন ভারতীয় বিচারব্যবস্থার বিকশিত পরিচয়কে প্রতিফলিত করে যেটি আর ন্যায়বিচারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রতীকের উপর নির্ভর করে না। বিচারকদের লাইব্রেরিতে স্থাপিত নতুন মূর্তিটি এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিচার বিভাগের অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ডিওয়াই চন্দ্রচুর বোম্বে হাইকোর্টে অনুশীলন করার আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং তারপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। তিনি ছিলেন উদার বিচারক, তিনি বেঞ্চের অংশ ছিলেন যেগুলি গোপনীয়তা রায় এবং শবরীমালা মামলার মতো যুগান্তকারী রায় দেন। তিনি মুম্বাই, ওকলাহোমা, হার্ভার্ড, ইয়েল এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে পরিদর্শন করেছেন। ভারতীয় গণতন্ত্র যখন ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির হিসাবে মনোনীত হলেন ২০১৬ সালে। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে দেশের প্রধান বিচারপতির মর্যাদা পূর্ন আসনে বসলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে তিনি ই হলেন পঞ্চাশ তম বিচারপতি। তার পিতা যশবন্ত বিষ্ণু চন্দ্রচুড় ছিলেন দেশের ষোড়শ তম প্রধান বিচারপতি। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৮৫ সালের জুলাই অবধি। মোরারজী দেশাইয়ের আমলে মনোনীত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর সংঘাত সুবেদিত। প্রযুক্তি তে আস্থাশীল ছিলেন ডিওয়াই চন্দ্রচুড়, তিনি বহুলাংশে সুপ্রিম কোর্টকে কাগজ মুক্ত করতে পেরেছেন। আইনজীবীদের উৎসাহ দিয়েছেন ডিজিটাল নথি ব্যাবহারে। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং আধুনিক জীবনযাত্রার বিশ্বাসী হলেও দেশ মাতৃকার প্রতি তার দায়বাধ্বতা ভীষণ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রধান বিচারপতি হিসাবে শেষ দিনের ভাষণে তাঁর কথা মন ছুঁয়ে গিয়েছে অনেকের। তিনি বলেন, বিচারকরা এখানে ন্যায় বিচারের তীর্থযাত্রী, পাখি হিসেবে অল্প সময়ের জন্য আসতে হয়েছে আবার কাজ শেষ হলে চলে যেতে হবে। ভারতীয় সংবিধান কে তিনি দেবতার আসনে বসিয়ে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে ন্যায় বিচার দিয়েছেন।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় তিনি এক উজ্বল নক্ষত্র হিসাবেই থাকবেন আজীবন কাল। সুপ্রিম কোর্টের পঞ্চাশ তম বিচারপতি চন্দ্রচুড় ভারতীয় বিচার বাবস্থায় মাইলফলক হয়ে থাকবেন। তিনি শুধু দক্ষতার সাথে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করেন নি, ভারতীয় সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে তিনি সাধারণ মানুষ এমনকি বিচারাধীন বন্দীদের কথাও আইনজীবী মারফত সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন।

বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করার অভিযোগ অপর বন্ধুর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাস দেখার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে খুনের অভিযোগ তার বন্ধুর বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে একটি আম বাগান থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে, নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার দুর্গাপুর এলাকায়। জানা যায় নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বেরপাড়ার বাসিন্দা হৃত্বিক মুন্সি। বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। এই যুবক কলকাতার একটি হোটেলে কাজ করেন। রাস দেখার জন্য তিনি বাড়িতে আসেন। জানা যায়, শনিবার রাতে শান্তিপুর থানার রামনগর পাড়ার সৌরভ নামে এক বন্ধু তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় রাস দেখার নাম করে। হৃত্বিক তার নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর গভীর রাত হয়ে গেলে সে বাড়ি ফিরছিল না সেই কারণে বাড়ি থেকে হৃত্বিকের ফোনে একাধিক ফোন করা হয়। প্রথমে ফোন না তুললেও পরে হৃত্বিকের ফোন রিসিভ করেছিল সৌরভ। সৌরভ ফোনের মাধ্যমে হৃত্বিকের পরিবারকে জানায় হৃত্বিক অসুস্থ। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই তিনি সব সামলে দেবেন বলে জানান। এরপর সকালে এসে সৌরভের মা স্কুটির চাবি পরিবারের হাতে তুলে দেয় এবং স্কুটিটি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। তখনই অন্য সূত্রে জানতে পারে তাদের ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এরপরেই পরিবারের তরফ থেকে সৌরভের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলা হয়। পরিবারের দাবি, সৌরভ সবসময় তাদের ছেলেকে জোর করে নিয়ে যেত। তাদের বাগান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেখানে তার পরিবারের কোনো আত্মীয় ছিল না। সৌরভ তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে বলে দাবি পরিবারের। অন্যদিকে পুরো ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত সৌরভ এখনো পলাতক।

গার্ডওয়ালে স্কুটির ধাক্কা, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাস উৎসব উপলক্ষে দুই বন্ধু মিলে একটি স্কুটিতে করে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে রাস্তার ধারে রাখা স্পিড ব্রেকারের গার্ডওয়ালে স্কুটি নিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়। রবিবার কালনা মহকুমা হসপিটালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। জানা গিয়েছে মৃতরা হলেন মধ্য শ্রীরামপুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দেবনাথ ও তাপস বিশ্বাস। শনিবার দু'জন গুরুতর জখম হন দুর্ঘটনায়। এরপরেই তাদের কালনা হসপিটালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রবীন্দ্র গ্রামে স্বামী প্রনবানন্দ-রবীন্দ্র মূর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের অন্তর্গত প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত মনীষীদের নামে নামাঙ্কিত। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিম, নেতাজি ও বিদ্যাসাগর নামেও রয়েছে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম। যেমন রয়েছে রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে নামাঙ্কিত।

বর্তমান সুন্দরবন জেলা পুলিশের অধীনে ঢোলাহাট থানা এলাকায় কালনাগিনী নদী বেষ্টিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। এবার সেই গ্রামেই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে বসল কবিগুরুর পূর্ণাবয়ব দণ্ডায়মান মূর্তি। রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্মথপুর মৌজায় বিজননগর গ্রামের যুগাবতার আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের ভাবাদর্শে গড়ে ওঠেছে মন্মথপুর প্রণব মন্দির। যেখান থেকে সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষদের নিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবাকার্য ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ব্যবস্থা, মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য সারা বছর নানা অনুষ্ঠান হয়। এবার ৭ম বাৎসরিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় দু'দিন ধরে।

এ উপলক্ষে রবিবার সকালে মহাভিষেক ও ১২৯টি পদ সহযোগে অন্নকূট হয়। এরপর রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের চার মাথায় চারটি পৃথক স্থানে চারটি স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রবেশদ্বার বাঁশতলা কালনাগিনী নদী ঘাটে পঞ্চগঙ্গা আরতি বেদী ও স্বামী প্রণবানন্দ সাধারণ পাঠাগার এবং স্বামী প্রণবানন্দ যোগ মন্দিরের উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজি মহারাজ।

দীর্ঘ ২৮ বছর পর নিজের বাড়ি ফিরলেন বাঁকুড়ার বিশ্বজিৎ পাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘ ২৮ বছর পর পুলিশের তৎপরতায় নিজের পরিবার খুঁজে পেল মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি, খোঁজ পেতেই ওই ব্যক্তিকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করে বাঁকুড়ার নিজের কোতুলপুরের বাড়িতে ফেরাল পরিবার।

দীর্ঘ ২৮ বছর আগে তিনি ছিলেন ২৪ বছরের তরতাজা যুবক। সে সময়ই কোনোভাবে হারিয়ে যান তিনি। তারপর দীর্ঘ ২৮ বছর তার আর কোনো খোঁজই ছিল না। দীর্ঘ ২৮ বছর পর সেই যুবক এখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে খুঁজে পেলেন নিজের বাড়ি। কোতুলপুর থানার পুলিশ ও পরিবারের সহায়তায় অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মানসিক হাসপাতাল থেকে নিজের কোতুলপুরের বাড়িতে ফিরলেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মদনমোহনপুর গ্রামে বাবা, মা ও তিন ভাই বোনের মাঝেই বড় হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ পাইন। যখন তাঁর ২৪ বছর বয়স তখন তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেই সময় বর্ধমান শহরের এক চিকিৎসকের কাছে তাঁর চিকিৎসার জন্য যায় পরিবার। কিন্তু বর্ধমান থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান বিশ্বজিৎ। সে সময় পরিবারের সদস্যারা সর্বত্র খোঁজ করেও বিশ্বজিতের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় তাঁরা কার্যত হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেন। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও বিশ্বজিৎ ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন ভেবেছিলেন বিশ্বজিৎ মারা গেছেন। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের এক মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক কোতুলপুর থানায় ফোন করে জানান বিশ্বজিৎ তাঁর চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসাধীন বিশ্বজিৎই ওই চিকিৎসককে নিজের ঠিকানা দিয়েছেন। এরপরই বিশ্বজিৎকে ফেরানো তোড়জোড় শুরু হয়। মদনমোহনপুরে থাকা বিশ্বজিতের দাদা প্রথমে বিশ্বজিৎকে চিনতে না পারলেও পরে চিনতে পেরে ভাইকে ফেরাতে রওনা দেন অন্ধ্রপ্রদেশে। সেখান থেকে আজ বিশ্বজিৎকে নিয়ে কোতুলপুরে ফেরেন তাঁর পরিবারের লোকজন। দীর্ঘ ২৮ বছর পর নিখোঁজ ব্যক্তি বাড়ি ফিরে আসায় খুশি গোটা পরিবার।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বর্তমানে ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের ঘাটতি রয়েছে আর সে কারণেই রাজনৈতিক দল থেকে সমাজকর্মীরা সকলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। রক্তের ঘাটতি মেটাতে পিছিয়েনেই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশও।

রবিবার অন্ডাল থানার বন বহাল ফাঁড়ির উদ্যোগে ফাঁড়ির প্রাঙ্গণেই আয়োজিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ফাঁড়ির আইসি ও অভিজিৎ সিংহ রায় ছাড়াও সিআইবি পিন্টু মুখার্জি ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়াও স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছিলেন এলাকার বহু সমাজকর্মী মানুষ। এই দিনের শিবিরে মোট ৭৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। সংগৃহীত রক্ত যাবে আসানসোল জেলা হাসপাতালে এমনটাই জানালেন সিআইবি পিন্টু মুখার্জি।

সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা মনে করা হলেও পরিবারের দাবি, তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে। দুর্গাপুজোর সময় হুমকি দিয়ে ছিল কয়েকজন। তারাই তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। যদিও গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মাধব সরদার। বয়স ৩৮ বছর। মৃত সিভিক ভালন্টিয়ারের বাড়ি নবদ্বীপ ব্লকের ভালুকা উসিদপুরে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। সিভিক ভলান্টিয়ারের রহস্য মৃত্যুতে তার পরিবারের দাবি, তাকে খুন করা হয়েছে। দুর্গাপুজোয় প্রায় দশ বারো জন তাকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। পরিবারের কারোর সঙ্গে কোনও ঝগড়া অশান্তি হয়নি। তাহলে কেন এমন ঘটনা ঘটবে? যদিও ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

Invites E-Tender

E-tender is invited by The Principal, **Rabindra Mahavidyalaya** through Notice Number: **RM/219/24, RM/220/24** and **RM/221/24 dated 16.11.2024.**
For details, please visit our official website and
http://wbtenders.gov.in
Start Date of Bidding: 18.11.2024
Closing Date of Bidding: 02.12.2024

Sd/-
Principal
Rabindra Mahavidyalaya
Champdanga, Hooghly (W.B.)

বিজ্ঞপ্তি
[illegible]
মোঃ - 9564265243

মেদিনীপুরের কলেজে বিজ্ঞান কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর শহরের সিটি কলেজে ১৩ নভেম্বর থেকে পাঁচদিনের জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের

মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির যৌথ উদ্যোগে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পাঁচ দিনের আবাসিক কর্মশালায় পশ্চিম মেদিনীপুর সহ আরো তিনটি জেলা থেকে মোট ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় মাধ্যমের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের উপর নম্বর প্রাপ্ত এবং বিজ্ঞান বিভাগে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানীরা কর্মশালায় উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। উপস্থিত ছিলেন পুনের এনসিসিএস র অধ্যাপক ড. জি সি মিশ্র, বেঙ্গালুরুর আইআইএস সি'র অধ্যাপক ড. পি কে দাস, খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক ড.মিহির কুমার দাস এবং অধ্যাপক ড. মানস কুমার লাহা। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.সুশান্ত চক্রবর্তী কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করল বাঁকুড়া ফুটবল একাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করল বাঁকুড়া ফুটবল একাডেমি। গত এক মাস আগে শেখ লালনের সহযোগিতায় ও বলরামপুর তরুণ সংঘের উদ্যোগে ২৪তম নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। আশপাশের জেলা থেকে মোট আটটি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় মুখোমুখি হয় বলরামপুর সিধু কানু স্পোটিং ক্লাব ও বাঁকুড়া ফুটবল একাডেমির। রবিবার বলরামপুর ফুটবল মাঠে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। টানটান খেলায় নির্ধারিত সময়ে কোনও দল গোল না করায় খেলাটি ট্রাইব্রেকারে পরিসমাপ্তি ঘটে। ৫-৪ গোলে জয়লাভ করে বাঁকুরা ফুটবল একাডেমি। এদিনের এই খেলায় উপস্থিত ছিলেন আউশগ্রাম দু নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন,জেলা যুব নেতা আফজল রহমান (সঞ্জু), কোটা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আলাউদ্দিন মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ফাইনালে জয়ী দলকে নগদ ৪০ হাজার টাকা ও ট্রফি ও পরাজিত দলকে নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া সর্বজনীন ৩৪তম বর্ষ রাস উৎসবে মেতে উঠেছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের চুনপাড়া সার্বজনীন রাস উৎসব এবার ৩৪ তম বর্ষে পদার্পণ করল। রবিবার সন্ধ্যায় হরি নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাত, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি, সেচ ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো, জেলা আরটিএ সদস্য অনুপ মাহাত, পাথরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক বৈষ্ণব, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রভাত রঞ্জন চংদার সহ আরো অনেকে। এদিন হরিনাম সংকীর্তনে যোগ দিয়ে ঠাকুর প্রণামের পাশাপাশি ভক্তদের বাতাসা বিতরণ করেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো সহ অতিথিরা। রাস উৎসবের অনুষ্ঠানের যোগদান করে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ওই এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে রাস উৎসবের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি আরও বলেন যে ঐতিহ্য মেনে চুনপাড়া গ্রামে রাস উৎসব কমিটির উদ্যোগে ৩৪তম বর্ষ রাস উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে হাজার হাজার মানুষ সামিল হয়েছেন। রাস উৎসবে সামিল হওয়া ভক্তদেরও তিনি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। সেই সঙ্গে তিনি ওই রাস উৎসবের সাফল্য কামনা করেন। অনুপ মাহাতো বলেন, সাঁকরাইল ব্লকের ঐতিহ্যমন্ডিত রাসযাত্রা হল চুনপাড়া এলাকার রাসযাত্রা। যে রাসযাত্রায় দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

উত্তরপাড়ার মাখলা টিএন মুখার্জি রোডে অটো ও টোটো তাদের ধর্মঘট তুলে নিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা টিএন মুখার্জি রোডে অবশেষে টোটো ও অটো ধর্মঘট রবিবার উঠে গেল। টোটো অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে টোটো আবার চলতে শুরু করল। আমাদের দাবি মতো, টিএন মুখার্জি রোড সংস্কার হতে চলেছে এবং মালপত্র সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং এইসঙ্গে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে অটো এবং টোটো ধর্মঘট উঠে গেল। প্রায় পাঁচ দিন ধরে চলছিল অটো এবং টোটো ধর্মঘট। তার কারণ অনেকদিন ধরেই টিএন মুখার্জি রোড বেহাল দশা গর্তে ভরা ভাঙা চোরা প্রশাসনকে বলে কোনও লাভ হচ্ছে না প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। বড় বড় ডাম্পার লরি গিয়ে রাস্তা ভেঙে দিচ্ছে, তারই প্রতিবাদে অটো টোটো আন্দোলনে নেমে ধর্মঘট করেছিল রাস্তায় তারা গাড়ি নামায়নি। অবশেষে রাস্তায় নামল টোটো ও অটো, এই রাস্তা নিয়ে শনিবার দুপুরে বিজেপি অবস্থান বিক্ষোভ করে।

বাবু কার্তিক, জামাই কার্তিক, জ্যাংরা কার্তিক নানা ধরনের কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাবু কার্তিক, জামাই কার্তিক, জ্যাংরা কার্তিক। নানা ধরনের কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলির বাঁশবেড়িয়া এলাকায়। কোনও পুজোর বয়স ৩৭৮, কোনওটার আবার বয়স ৩০০। কোনওটা আবার আড়াইশো বছরের প্রাচীন। প্রাচীন নিয়মকানুন মেনে জমজমাট কার্তিক পুজোর আয়োজন হুগলিতে। পর্তুগিজ আমলে হুগলি নদীর তীরে ছিল সপ্তগ্রাম বন্দর। সেই অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল কার্তিক পুজো। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন পুজোর বয়স ৩৭৮ বছর। প্রাচীনত্বের সঙ্গে মিশেছে নতুনত্ব। বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো বিগত কয়েক দশকে জৌলুস আরও বেড়েছে। কার্তিকের পাশাপাশি মহাদেব, কৃষ্ণ, সন্তোষী মা, গণেশ, ভারতমাতা, নটরাজ হরেক দেবতার পুজোর আয়োজন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চারদিনের উৎসবে শেষ দিন হয় শোভাযাত্রা করে। বর্তমানে শতাধিক পুজো হয় সাহাগঞ্জ বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে। তবে কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে পুজো হয় ৭১টি।

শোভাযাত্রায় অংশ নেয় মোট ৪৫ টি পুজো। চন্দননগরে আলো, মেদিনীপুরে থিমের মণ্ডপ সব মিলিয়ে বাঁশবেড়িয়ার চারদিনের উৎসব জমজমাট। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান আদিত্য নিয়োগী জানান, প্রচুর মানুষের ভিড় হয় এই চারদিনে। নিরাপত্তার জন্য এবছর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা এলাকায় মোট ৭৬টি স্থায়ী সিসি ক্যামেরা সঙ্গে অস্থায়ী ২৫টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পুজো কমিটিগুলো আলাদা করে সিসি ক্যামেরা বসানোর ব্যবস্থা করেছে। পুরসভার পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। একাধিক পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থাকে।

সাহাগঞ্জের রাজা কার্তিক পুজোর উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের পুজো একটা পরম্পরা মেনে হয়। পর্তুগিজদের সময় থেকে কার্তিক পুজোর সূচনা হয়েছিল। সন্তান কামনায় কার্তিক পুজোর প্রচলন হয় বলে বিশ্বাস সকলের। প্রাচীন পুজো নিয়ম নিষ্ঠা মেনে আজও হয়ে আসছে।'

সুইচবোর্ডে আগুন, হাসপাতালে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুইচবোর্ডে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ালো বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। রবিবার দুপুরে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের দ্বিতীয় তলে মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের পাশে ওষুধের কার্টুন রাখার একটি ছোট ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন কর্তব্যরত নার্সরা। দরজা খুলতেই দেখা যায় একটি সুইচ বোর্ডে আগুন ধরে গিয়েছে। সেটা দেখা মাত্রই তারা সাইরেন বাজিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের সুরক্ষা বিভাগে থাকা কর্মীরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে সেই আগুন দ্রুত নিভিয়ে দেন। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী থেকে শুরু করে রোগীর আত্মীয়রা। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও দমকল।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মুরারী মোহন সিনহা ওরফে মুরারী মোহন সিংহ ২)পুরুষোত্তম সিনহা ওরফে পুরুষোত্তম সিংহ উভয়ের পিতা ৺মানিক চাঁদ সিনহা ওরফে মানিক চন্দ্র সাকিম ও পোঃ বৈঁচিগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫, বিগত ইং 24/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0358/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**পরিতোষ কুমার মৃধা** পিতা যোগেন্দ্রনাথ মৃধা সাকিম চাঁপাহাটী, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন ৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 23/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5303/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **নিপুন মল্লিক** পিতা ৺অশোক মল্লিক সাকিম, পোঃ ও থানা - দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩২৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা বৈঁচি, জে.এল. 20, সাবেক 11269 তথা হাল 11581 দাগে, হাল 2159 খতিয়ানে ষোল আনায় 153 শতকের মধ্যে 0.5625 অংশে 87 শতক ও হাল 1530 খতিয়ানে ষোল আনায় 153 শতকের মধ্যে 0.4375 অংশে 66 শতক, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **নিপুন মল্লিক** পিতা ৺অশোক মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**পরিতোষ কুমার মৃধা**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)মহঃ আনোয়ার আলি ২)মহঃ আকবর আলি উভয়ের পিতা মরহুম মহঃ সামসের আলি উভয়ের সাকিম থৈপাড়া, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, **৩)সমিরা বিবি** পিতা মরহুম মহঃ সামসের আলি স্বামী জহুর, সাকিম গোয়ারা, সিমলাগড়, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ বিগত ইং 16/03/2020 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-029/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**কাওসার আলি,** পিতা হায়দার আলি, সাকিম থৈপাড়া, সরাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং 12/02/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0660/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)সা মহম্মদ** পিতা আস মহম্মদ **২)রাজিয়া বিবি** স্বামী আস মহম্মদ উভয়ের সাকিম মহাদেবপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করি। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মহাদেবপুর, জে.এল. 42, হাল 335 খতিয়ানে, ১) সাবেক তথা হাল 352 দাগে পুকুর, ষোল আনায় 79 শতকের মধ্যে পুকুরের পাড়ের অংশে 3.20 শতক ও ২) সাবেক তথা হাল 350 দাগে পুকুর, ষোল আনায় 58 শতকের মধ্যে 0.10 শতক। একুনে দুইটি দাগে 3.20+0.10=3.30 শতক বর্তমানে ভিটি, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)সা মহম্মদ** পিতা আস মহম্মদ **২)রাজিয়া বিবি** স্বামী আস মহম্মদ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**কাওসার আলি**
আমমোক্তার

মান্দারন-ইটাচুনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম- মান্দারণ, পোঃ- ইটাচুনা, জেলা- হুগলী
রেজিঃ নং – ৪২ এইচ.জি., তারিখ- ০১/০৫/১৯৬১

-:বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনী নির্ঘণ্টের বিজ্ঞপ্তি:-

এতদ্বারা **মান্দারন-ইটাচুনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ** এর সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং – ০২/১১/২০২৪ তারিখে প্রকাশিত নির্বাচনী নির্ঘণ্টের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগামী ইং - **১৪/১২/২০২৪** তারিখে সমিতির পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন উপলক্ষে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছে সমিতির অফিসে। এই উপলক্ষে সকল সদস্য/সদস্যাদের উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে সমিতির কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বাক্ষর- **মৌসুমী ঘোষ**
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
তারিখঃ- ১৮.১১.২০২৪
মান্দারন-ইটাচুনা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

বিজ্ঞপ্তি

S.A. No. 1550 of 1973
Kaloo Mallick, since deceased, rep. by **Sm. Golap Jan Bibi & Ors.**
... **Appellant**
-Versus -
Golam Rahaman Mallick @ Bechu Mallick, since deceased, rep. by **Hachena Bibi & Ors.**
.....**Respondents**

To
1. Msst. Hachena Bibi, 2. Rahim Mallick, 3. Akram Mallick, 4. Rafiqul Mallick, 5. Ramjan Mallick, 6. Msst. Fatima Khatun, 7. Msst. Salina Khatoon, 8. Msst. Jahanara Khatoon, 9. Msst. Naima Khatoon, 10. Msst. Tanuja Khatoon, 11. Msst. Mendi Khatoon, 12. Msst. Noor Asian, 13. Msst. Jahima Khatoon, 14. Msst. Maneja Khatoon, 15. Msst. Sarina Khatoon, 16. Msst. Sonehar Khatoon, No. 1 is widow, Nos. 2 to 5 are sons, 6 to 16 are daughters of Golam Rahaman Mallick, Nos. 1 to 16 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **17. Samad Mallick, 18. Salim Mallick, 19. Sajed Mallick, 20. Obid Mallick, 21. Msst. Mansura Mallick, 22. Msst. Samsura Mallick, 23. Msst. Mukchura Mallick, 24. Msst. Achura Mallick**, Nos. 17 to 20 are sons and Nos. 21 to 24 are daughters of late Golam Rasul Mallick, Nos. 17 to 24 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **25. Rinku Khatoon,** Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly 712402. **26. Msst. Rahela Bibi, 27. Sk. Soleman, 28. Msst. Lusia Khatoon, 29. Sk. Yusuf, 30. Sk. Musaraf, 31. Sk. Isha Haque, 32. Sk. Israil, 33. Sk. Ibrahim, 34. Sk. Dilwar, 35. Msst. Fatima Khatoon, 36. Kashuria Khatoon**, No. 26 is widow, Nos. 27 and 29 to 34 are sons, No. 28 is son's daughter and Nos. 35 and 36 are daughters of late Golam Rasul Mallick, Nos. 26 to 36 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **37. State of West Bengal**, represented by the **Collector (E.A.) Hooghly**, holding office at Chinsurah, Post Office and Police Station: Chinsurah, District-Hooghly-712101. **38. Ansura Mallick,** daughter of late Golam Rasul Mallick, residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **39. Jarina Bibi,** wife of late Johed Ali, residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402.

কালো মল্লিক T.A. No. 319 of 1968 আপীল মামলায় হুগলীর দ্বিতীয় সাব-অর্ডিনেট বিচারপতির 26.08.1971 তারিখের রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে মহামান্য উচ্চ আদালতে SA 1550 of 1973 আপীল মামলা দায়ের করেছেন।
মাননীয় বিচারপতি **শম্পা দত্ত (পল)** মহাশয়া আদেশ দিয়েছেন যে SA 1550 of 1973 নম্বর আপীল মামলাটি শুনানির জন্য 2024 সালের নভেম্বর মাসের লিস্টে তালিকাভুক্ত হবে।
Checked and verified by
Sd/- Section Officer (Group-A)
High Court A.S. Calcutta
30.09.2024

Approved by
Sd/-REGISTRAR ADMINISTRATION (L&OM.), HIGH COURT, AS. CALCUTTA, 07.10.2024

NOTICE

S.A. No. 1550 of 1973
Kaloo Mallick,since deceased, rep. by **Sm. Golap Jan Bibi & Ors.**
... **Appellant**
- Versus -
Golam Rahaman Mallick @ Bechu Mallick, since deceased, rep. by **Hachena Bibi & Ors.**
... **Respondents**

To
1. Msst. Hachena Bibi, 2. Rahim Mallick, 3. Akram Mallick, 4. Rafiqul Mallick, 5. Ramjan Mallick, 6. Msst. Fatima Khatun, 7. Msst. Salina Khatoon, 8. Msst. Jahanara Khatoon, 9. Msst. Naima Khatoon, 10. Msst. Tanuja Khatoon, 11. Msst. Mendi Khatoon, 12. Msst. Noor Asian, 13. Msst. Jahima Khatoon, 14. Msst. Maneja Khatoon, 15. Msst. Sarina Khatoon, 16. Msst. Sonehar Khatoon, No. 1 is widow, Nos. 2 to 5 are sons, 6 to 16 are daughters of Golam Rahaman Mallick, Nos. 1 to 16 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **17. Samad Mallick, 18. Salim Mallick, 19. Sajed Mallick, 20. Obid Mallick, 21. Msst. Mansura Mallick, 22. Msst. Samsura Mallick, 23. Msst. Mukchura Mallick, 24. Msst. Achura Mallick**, Nos. 17 to 20 are sons and Nos. 21 to 24 are daughters of late Golam Rasul Mallick, Nos. 17 to 24 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **25. Rinku Khatoon,** Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly- 712402. **26. Msst. Rahela Bibi, 27. Sk. Soleman, 28. Msst. Lusia Khatoon, 29. Sk. Yusuf, 30. Sk. Musaraf, 31. Sk. Isha Haque, 32. Sk. Israil, 33. Sk. Ibrahim, 34. Sk. Dilwar, 35. Msst. Fatima Khatoon, 36. Kashuria Khatoon**, No. 26 is widow, Nos. 27 and 29 to 34 are sons, No. 28 is son's daughter and Nos. 35 and 36 are daughters of late Golam Rasul Mallick, Nos. 26 to 36 are residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402. **37. State of West Bengal**, represented by the **Collector (E.A.) Hooghly**, holding office at Chinsurah, Post Office and Police Station: Chinsurah, District-Hooghly-712101. **38. Ansura Mallick**, daughter of late Golam Rasul Mallick, residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly- 712402. **39. Jarina Bibi**, wife of late Johed Ali, residing at Village: Srikrishnapur, Post Office: Dasghara, Police Station: Dhaniakhali, District: Hooghly - 712402.

This notice is published to give following information to the above persons/ respondents:
Kaloo Mallick preferred **S.A. No. 1550 of 1973** before the Hon'ble High Court at Calcutta challenging the judgement and decree dated August 26, 1971 passed by learned Sub Ordinate Judge, Second Court, District: Hooghly in **Title Appeal No. 319 of 1968.**
That the Hon'ble Justice **Shampa Dutt (Paul)** has been pleased to direct that the aforesaid **S.A. No. 1550 of 1973** would be listed for hearing in the **monthly list of November, 2024.**
Checked and verified by
Sd/- Section Officer (Group-A)
High Court A.S. Calcutta
30.09.2024

Approved by
Sd/-REGISTRAR ADMINISTRATION (L&OM.), HIGH COURT, AS. CALCUTTA, 07.10.2024

তারকেশ্বরে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা, পুরসভার উদাসীনতায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: নিকাশী নালায় কিলবিল করছে মশার লার্ভা। একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছেন এলাকার লোকজন। পুরসভার উদাসীনতায় ক্ষোভ তারকেশ্বর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাঁখারি পাড়ার বাসিন্দারা। বারবার পুরসভাকে জানিয়েও মেলেনি কোনও ফল। এলাকার জমা জল ও আবর্জনা মুক্ত করতে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তারকেশ্বর পুরসভা, আক্রান্তদের খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেওয়া নেননি এলাকার কাউন্সিলর। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের।

সূত্রের খবর, গত কয়েক দিনে তারকেশ্বর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের শাঁখারি পাড়ার পর পর ১৩ জন আক্রান্ত হন ডেঙ্গিতে। চিকিৎসার পর অনেকে সুস্থ হলেও আতঙ্কের আবহ গোটা এলাকাতেই। অভিযোগ এলাকার নিকাশী নালা থেকে পুকুর-জলাশয় আবর্জনায় ভর্তি হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন থেকেই। সব জলাশয়েই কিলবিল করছে মশার লার্ভা। অভিযোগ, এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি পুরসভা। মাঝেমধ্যে ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে তা লার্ভা নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

যদিও তারকেশ্বর পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, নিয়মিত পুরসভার পক্ষ থেকে পুরএলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সব ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে। তবে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে জল নিকাশীতে সমস্যা রয়েছে জল জমে। সে কারণেই ওই এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ বেশি। অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর অমরেন্দ্র নাথ সমুইয়ের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। ডেঙ্গি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কাজ চলছে পুরোদমে। তবে ওই এলাকায় যে ডেঙ্গি আক্রান্তদের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে তা মানছেন তিনিও।

সিউড়ি দত্তপুকুরের বর্ণালী ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম রাসমেলায় সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরীর হাতে প্রতীকস্বরূপ কৃষ্ণের বাঁশি তুলে দিচ্ছেন ক্লাব কর্তারা।

ঘটা করে শুরু হলেও গোঘাটে মুখ থুবড়ে পড়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় মুখ থুবরে পড়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। বিশেষ করে এই মহকুমার গোঘাট এক নম্বর ব্লকে পরিবেশ দূষণ রুখতে ঘটা করে এই প্রকল্প শুরু হলেও তা একেবারে বন্ধের মুখে। আরামবাগ বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের পাশেই ফেলা হচ্ছে আবর্জনা আবার কোথাও দুই চারদিন গ্রাম থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার পর বন্ধ হয়ে যায়। উদ্দেশ্য যা ছিল তা এখন ব্যর্থ। আর এই বর্জ্য নিষ্কাশনের বাক্স থেকেই ছড়াচ্ছে দূষণ। ব্যাপক দুর্গন্ধ চড়াচ্ছে এলাকায়। অথচ নির্দিষ্ট একটি জায়গায় এই ভ্যাটগুলি রাখা হয়েছিল। আর তা ফেলার জন্য গাড়িও করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন এগুলি অকেজো। নোংরা বর্জ্য পদার্থগুলি পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পঞ্চায়েত পুরোপুরি উদাসীন। এই ভ্যাটগুলিতে বাজার হাট থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের মানুষ নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনা ফেললেও সেইগুলি পরিষ্কার হচ্ছে না। বাজারে বাজারে জাল দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বর্জ্যগুলি তোলা হচ্ছে না। গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনেও একই অবস্থা। দুর্গন্ধে নাজেহাল ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষজন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের দায়িত্বে পঞ্চায়েত থাকলেও দীর্ঘদিন বর্জ্য নিষ্কাশন হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। যদিও

উদ্বোধনের সময় নানা কথা বলা হয়েছিল প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। এখন কিন্তু গাড়িটিকেও দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি আর বর্জ্য পদার্থগুলি বিগত কয়েক মাস ধরে পরিষ্কার হচ্ছে না, এমনটাই অভিযোগ। রঘুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তিতিবিরক্ত এলাকার মানুষ। যদিও প্রধান রাজু মালিক বলেন, বৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ই-কার প্রবেশ করতে পারছিল না। আমরা দ্রুত পরিষ্কার করে দেব। উল্লেখ্য যে , এক বছর আগে স্বচ্ছ ভারত মিশনের টাকায় পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে তৈরি হয়েছিল কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা। পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় কংক্রিটের কাঠামো করে ও ব্যাটারি চালিত গাড়ি সামনে রেখে উদ্বোধনে বসেছিল চাঁদের হাট। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, সাংসদ সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পঞ্চায়েত এর প্রধান উপপ্রধান সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ঘোষণা করা হয়েছিল গ্রামে গ্রামে বাজারে বাজারে কঠিন বর্জ্য পচনশীল বস্তুগুলি পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় সেই জন্য একটি নির্দিষ্ট কংক্রিটের কাঠামো এনে ফেলা হবে। গ্রামে বাজারে ব্যাটারিচালিত গাড়ি গুলি বর্জ্য পদার্থগুলি তুলে আনবে এবং নির্দিষ্ট এই সমস্ত জায়গায় রাখা হবে যার ফলে পরিবেশ দূষিত হবে না। কিন্তু বাস্তবে অন্য চিত্র দেখা গেল। এলাকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে শান্তনু দে, তাপস দে সহ একাধিক জনের সেই এক অভিযোগ। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, সমস্যা আছে। আর্থিক সমস্যা মিটে গেলে পুনরায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন হবে।

কিশোরীকে ধর্ষণ, ১২ ঘণ্টা মধ্যেই গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: বাড়িতে ঢুকে কিশোরীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ করতেই ১২ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম ব্যাসদেব প্রামাণিক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাড়োয়ার মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা ওই কিশোরী শনিবার বিকেলে বাড়িতে একাই ছিল। তার পরিবারের লোকেরা বিশেষ কাজে বাইরে ছিলেন। সেই সুযোগে ব্যাসদেব ওই বাড়িতে ঢোকে। তারপর কিশোরীকে সে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ধৃত যুবকের সঙ্গে ওই কিশোরীর পূর্ব পরিচয় ছিল। আগেও সে ওই বাড়িতে যাতায়াত করেছে। সেই সুযোগ নিয়েই কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে বলে দাবি। রাতে পরিবারের লোকেরা বাড়ি ফিরে আসেন। কিশোরী তখন ব্যাসদেবের কথা তাঁদের বলে দেয়। পরিবারের লোকেরা রাতেই ব্যাসদেবের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। রবিবার ভোররাতে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

‘ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর কোনও বিরোধী দলনেতা থাকবে না’

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের এখনও বছর দেড়েক বাকি। কিন্তু, ছাব্বিশের নির্বাচনে বিরোধীরা কেমন ফল করবে, তা এখন থেকেই বলে দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডানকুনিতে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর কোনও বিরোধী দলনেতা থাকবে না। কোনও বিরোধী দল ৩০টি আসন পাবে না বলে চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি।

ডানকুনি পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পাম্প হাউস-সহ একাধিক ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে সিপিএম, বিজেপিকে তিনি নিশানা করেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচন

ও চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম কোনও আসন পায়নি। তা নিয়ে খোঁচা দিয়ে কল্যাণ বলেন, ‘সিপিএম মরা দলে পরিণত হয়েছে। ডাক্তারদের নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।’

গত ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬টি আসনে উপনির্বাচন হয়েছে। ওই ৬টি আসনে ফলাফল কী হবে জানতে চাওয়ায় কল্যাণ বলেন, ‘বিজেপি, সিপিএম বলে কিছু নেই। ছ’টি আসনে উপনির্বাচনের ফল বেরোলে দেখবেন বিজেপি, সিপিএম নেই। আর ছাব্বিশ সালে পশ্চিমবঙ্গে কোনও বিরোধী দলনেতা হবে না।’ প্রসঙ্গত, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পেতে মোট আসনের ১০ শতাংশ পেতে হয়। বাংলায় মোট আসন ২৯৪। কোনও বিরোধী দল ৩০টি পেলেই তবে সেই দলের বিধানসভার দলনেতা বিরোধী দলনেতার মর্যাদা পান। কল্যাণ বলেন, ‘লিখে রাখুন, ৩০টা আসন কোনও বিরোধী দল পাবে না।’

ট্যাব কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত আর এক পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ট্যাব কেলেঙ্কারির জাল যে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে, সে ব্যাপারে বিভিন্নভাবে অভিযান চালিয়ে তথ্য উঠে এসেছে মালদা পুলিশের হাতে। এবার তরুণের স্বপ্ন ট্যাব কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত এক পান্ডাকে কোচবিহার থেকে গ্রেপ্তার করল মালদার সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে বাংলা শিক্ষা পোর্টালের ডাটা পরিবর্তন এবং ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। শনিবার রাতেই অভিযুক্তকে কোচবিহার থেকে গ্রেপ্তার করে মালদা এনেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মনোজিৎ বর্মন। তার বাড়ি কোচবিহারে দিনহাটা এলাকায়। বাংলার শিক্ষা পোর্টালের ডাটা পরিবর্তন ও ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। পুলিশের পক্ষ থেকে ধৃতকে ১০ দিনের হেপাজতের নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। এদিকে মালদার ট্যাব কেলেঙ্কারিতে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে যে পাঁচটি মামলা রুজু করা হয়েছিল তার মধ্যে দুটি মামলার দায়িত্ব নিল সিআইডি, বাকি তিনটি তদন্ত করছে মালদা জেলা পুলিশ।

কালভার্ট তৈরির দাবি, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কালভার্ট তৈরির দাবিতে পথ অবরোধ করলেন খাতড়া কংসাবতী রোড এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সকাল থেকে এই অবরোধে ব্যস্ততম ওই এলাকায় সাময়িক যানযটের সৃষ্টি হয়, সমস্যায় পড়েন অসংখ্য মানুষ। অবরোধকারীদের দাবি, শহরের কংসাবতী রোড এলাকায় নিকাশী নালা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় দু’টি কালভার্ট তৈরির কোনও উদ্যোগ নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই ওই নিকাশী নালার জল রাস্তায় উঠে আসে। ফলে যাতায়াতে খুব সমস্যা হয়। অবিলম্বে প্রস্তাবিত কালভার্ট দু’টি তৈরির দাবিতে তারা পথ অবরোধ করেছেন বলে জানান। পরে খবর পেয়ে অবরোধস্থলে আসে খাতড়া থানার পুলিশ। পুলিশ-অবরোধকারী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল, আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্বামীর অবর্তমানে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন স্ত্রী। আর সেই অন্তরঙ্গের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে প্রেমিক। আর এই ঘটনার পরেই সামাজিক লজ্জায় আত্মঘাতী হল ওই গৃহবধূ। রবিবার সকালে শোবার ঘর থেকেই ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, পুরাতন মালদা থানার যাত্রাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালনা মহম্মদপুর গ্রামে। মৃত গৃহবধূর পরিবার অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক মিলন আলির বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সহায়িকা খাতুন (২৩)। তার স্বামী শাকিল আলি ভিন রাজ্যের দিনমজুরের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। গত চার বছর আগে ওই গৃহবধূর বিয়ে হয় পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক শাকিল আলির সঙ্গে। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই বছরের পুত্র সন্তানকে রেখে স্বামী ভিন রাজ্যে মুম্বইয়ে কর্মরত রয়েছেন। এদিকে সেই সুযোগে ওই গৃহবধূর সঙ্গে গ্রামেরই আরেক বিবাহিত যুবক মিলন আলির বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এরপরই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ক্যামেরাবন্দি করে রাখে অভিযুক্ত মিলন আলি বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত পেশায় ভিন রাজ্যের দিনমজুর। বাইরে কাজ করতে থাকার সুবাদে অভিযুক্ত যুবক ওই গৃহবধূর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও ভাইরাল করে দেয় বলে অভিযোগ। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই অভিমানে আত্মঘাতী হন সায়েকা খাতুন নামে ওই গৃহবধূ। এদিকে মৃতের পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত যুবকের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এ নিয়ে তারা পুরাতন মালদা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করছেন। পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে গৃহবধূ, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে পাশাপাশি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

শান্তিপুরের রাসে আজও দেখা যায় বেলজিয়াম কাচের ফানুস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শান্তিপুরের রাস উৎসবে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। তেমনি গোস্বামী বাড়িগুলির বিগ্রহর সঙ্গে ঐতিহ্য রয়েছে বেলজিয়াম কাচের ফানুস এবং বেলোয়ারি ঝাড়, যা জগৎ বিখ্যাত। শান্তিপুরের রাসের অনন্য ঐতিহ্য শান্তিপুর মঠবাড়ি বিগ্রহ দেবতার রাস মঞ্চ, এবং দীনদয়াল বাড়ির বিগ্রহ দেবতার রাস মঞ্চ সেজে ওঠে বেলজিয়ামের কাছের ফানুসের জৌলসে। কয়েক শতাব্দী আগে এই ফানুসগুলি আনা হয়েছিল সুদূর বেলজিয়াম থেকে, অত্যন্ত দুর্মূল্য এই ফানুসগুলি বর্তমানে দুটি গোস্বামী বাড়ির যারা বংশধর রয়েছেন তারা খুবই যত্নের সঙ্গে সারা বছর রেখে দেন এই দুর্মূল্য ফানুসগুলি, কারণ রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে এখন এই ফানুস বিলুপ্ত, তাই বহু মূল্যবান বলেই জানা যায় এই ঐতিহ্যমন্ডিত কাচের ফানুস। কেন এই ফানুসের এত সৌন্দর্য? রাসমঞ্চে মোমবাতির আলো ফুটিয়ে তুলে বিগ্রহ দেবতার জৌলসকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলিলাই মগ্ন ছিলেন তখন হলুদ আলোর যে রশ্মি তার সেই অবতারের রূপ ধারণ করেই এই কাচের ফানুস চিন্তাভাবনায় উঠে আসে। শান্তিপুরের যতগুলি গোস্বামী এবং বিগ্রহ বাড়ি রয়েছে এই দুটি বিগ্রহ বাড়ির অনন্য ইতিহাস বেলজিয়াম ফানুস অথবা বেলোয়ারি ঝাড়কে কেন্দ্র করে। রাস উৎসবে দূর দূরান্ত থেকে যে সকল দর্শনার্থী আসেন তারা প্রথমেই দীনদয়াল এবং মঠ বাড়িতে যান বিগ্রহ দেবতা দর্শনে। কয়েকশো বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য যেন মন ভরিয়ে দেয় আগত দর্শনার্থীদের। ২০২৪ রাস উৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু এখনো এই দুটি বিগ্রহ বাড়ি।

ভবঘুরে মহিলাকে মারধর, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: নিজের কানের দুল চাওয়াতে মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে মহিলাকে তুলে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হাড়োয়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করল মিলন শেখ নামে অভিযুক্ত যুবককে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিন্দার ঝড় উঠেছে। অভিযুক্ত যুবকের কঠিন শাস্তির দাবি উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদ বাজার চত্বরে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনোয়ারা বিবি নামে বছর ৪২ এর ভবঘুরে মহিলা গোরাচাঁদ বাজার সংলগ্ন একটি দরগা কাছে থাকতেন। ওই মহিলার আত্মীয়-পরিজন বলে তেমন কেউ নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই মহিলার এক জোড়া রুপোর কানের দুল ছিল। মিলন শেখ নামে বছর ৩৬ এর স্থানীয় ওই যুবকের কাছে তিনি তা রাখতে দিয়েছিলেন। শনিবার ওই দুল ফেরত চাইতেই মিলন তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। দরগার সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মিলন ওই মহিলাকে তুলে আছাড় মারছে। তারপর বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করছে। অন্য এক মহিলা ঠেকাতে গেলে মিলন বাঁশ নিয়ে তাঁর দিকেও তেড়ে যায়। সিসি ক্যামেরার ওই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তা দেখে গোরাচাঁদ বাজারের ব্যবসায়ীরা পুলিশকে ঘটনাটি জানান। পুলিশ সিসি ক্যামেরার ওই ফুটেজ দেখে পুলিশ মিলনকে চিহ্নিত করে। শনিবার রাতেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উদ্ধার চুরির সামগ্রী, আটক চোরের দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: দিনে দুপুরে এলাকায় ঘুরে ঘুরে চুরি চোরের মুখের ভেতর থেকে উদ্ধার সোনার গয়না, উদ্ধার টাকার বান্ডিল। গ্রামবাসীর হাতে পাকড়াও চার চোরের দল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের হাতে আটক চোর। দিনে দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে হাবড়া থানার বাউগাছি নাংলা পারুইপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুই শিশুকে কোলে নিয়ে বাঞ্জারার বেশে এলাকায় ঘুরে বেরাচ্ছিলেন এক দম্পতি। দুই শিশু ছাড়াও এদের সঙ্গে ছিল দুটো তিনটে কাপড়ের পুটুলি। একদম ভর দুপুরে পারুইপাড়া এলাকায় হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি। স্থানীয়রা দেখতে পায় দুই শিশুকে কোলে নিয়ে পালাচ্ছেন ওই দম্পতি। ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। পুরুষ ব্যক্তির মুখ থেকে উদ্ধার হয় সোনার কানের দুল। বাঞ্জারাদের কাছে থাকা কাপড়ের পুটুলি খুলে ফেলেন স্থানীয়রা। আরে পুটুলি খুলতেই চক্ষু চড়ক গাছ স্থানীয়দের পুটুলির মধ্যে রয়েছে একটি সোনার হার, পাঁচশত টাকার নোটের এক বান্ডিল টাকা, দুটো হাত ঘড়ি এছাড়া একাধিক রুপোর আংটি। আর তত সময় হাবড়ার এই পারুইপাড়া এলাকায় চোর ধরা দেখতে ভিড় উৎসাহী মানুষের। এরপরে হাবড়া থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে এই বাঞ্জারাদের আটক করে হাবড়া থানায় নিয়ে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এই বাঞ্জারাদের দলটি বেশ কিছুদিন ধরে বিড়া স্টেশন লাগো এলাকায় অস্থায়ী ঘাঁটি গেড়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবা ও ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কনটেনারের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার পাঁচলা থানার হাউলি বাগানে। মৃত বাবার নাম রাজকুমার দাস (৩৬) ও ছেলের নাম রঞ্জন দাস। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে তারা হাউলিবাগানের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে বাইকে তেল ভরে বাড়ি ফিরছিলেন। সামনে এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে ব্রেক কষে এবং বাইকটি ছিটকে যায়। সেই সময়ে আমতাগামী একটি কন্টেনার তাদের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাদের।

অনুরাগ মহন্তের তিরোধান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: অনুরাগ মহন্তের তিরোধান দিবস উপলক্ষে কোটা গ্রামের অনুরাগ মহন্তের আশ্রমে প্রতি বছর সাধু সন্ন্যাসীদের সমাগম ঘটে। প্রতিবছরের মতো এ বছরেও ২১ শে কার্তিক অনুরাগ মহন্তের তিরোধান দিবস পালিত হয়। পাশাপাশি রাস পূর্ণিমায় রাসযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এই আশ্রমে। রবিবার আশ্রমে আগত সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বস্ত্র বিতরণ করলেন এলাকার সমাজসেবী জগবন্ধু বাউরী তার পরিবার ও আশ্রমের অন্যান্য সদস্যরা। জগবন্ধু বাউরী জানিয়েছেন, এই আশ্রম প্রায় ২০০ বছরের পুরনো। এবং কোটা গ্রামে অনুরাগ মহন্ত দেহ রাখেন এবং সকলের কাছে তিনি গোঁসাইবাবা নামে পরিচিত।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা না থাকলে ইনভেস্টাররা আসবে না শুভঙ্কর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: হাবড়া হাটথুবা হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা কংগ্রেস নেতার মৃত্যুতে হাবড়ায় আসলেন প্রদেশ কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি। মুখ খুললেন কাউন্সিলরের ওপর আক্রমণ প্রসঙ্গে। রাজ্যে যদি বারে বারে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট হয় তাহলে রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য হবে না ইনভেস্টাররা ইনভেস্ট করবে না যদি আইনশৃঙ্খলা এই পরিস্থিতি হয়। পুরো শিক্ষা দপ্তরটাই দুর্নীতিতে ভরা রাজ্যের যা পরিস্থিতি শুধুমাত্র ট্যাব কেন খাদ্য শিক্ষা বাসস্থান সমস্ত কিছুই চুরি হচ্ছে। বেলডাঙা অশান্তি প্রসঙ্গে বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যখন বাড়ছে সেগুলো থেকে বাংলার মানুষের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দৃষ্টি ঘোরাবার লক্ষ্যে তৃণমূল বিজেপি এই ধরনের ছোটখাটো সংঘর্ষ লাগিয়ে রাখছে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতির এক অজানা অধ্যায় ‘ঢেলপীর’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বখতিয়ার খিলজির বাংলা শাসনের পরবর্তী সময় সুফি আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল অবিভক্ত দিনাজপুরেও। দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে আজও মাটির তৈরি ঘোড়া দিয়ে পীরকে শ্রদ্ধা জানানো হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মাধ্যম। এই ঘোড়াকে বলা হয় মানতের ঘোড়া। পীরের পরিবহণের মাধ্যম এই বিশেষ প্রাণীটি! পীরের আবার নানা ভাগ জিনডুপীর, সেনিয়াপীর, ক্ষনিশপীর প্রভৃতি পীরকে এই ঘোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পীর সাহেবের অতি প্রিয় বাহন ঘোড়া। গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস যে, পীরকে তাঁর অতি প্রিয়বস্তু ঘোড়া দান করলেই তাদের আপদ বিপদ দূর হয়ে যায়। দিনাজপুরের কোচ, রাজবংশী, মুসলমান সম্প্রদায় পীরের মানত হিসেবে মাটির ঘোড়া দিয়ে থাকে। কিন্তু এই পীরের সঙ্গে কখন যে লৌকিকতা ঢুকেছে তা আমাদের জেলায় ঢেলপীরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বালুরঘাট ব্লকের কামারপাড়া সহ জেলার দুই এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে এই ঢেলপীরের আরাধনা চালু আছে। কালের নিয়মে তাতে যুক্ত হয়েছে বুড়াশিবের পুজো ও অনেক হিন্দু লোকাচার।

গ্রামীণ লৌকিক জীবন নানা বিশ্বাস ও প্রাথমিক প্রয়োজন দ্বারা কালক্রমে আবর্তিত হয়েছে। ঢেলপীর এর ব্যতিক্রম নয়। গ্রামের বেশির ভাগ মানুষের বেশিরভাগের জীবিকা চাষাবাদ। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে মাঠে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে প্রয়োজন হত ছায়াভরা আশ্রয়স্থলের। আজও এর অঙ্গ হিসেবে বিরাট চাষের জমির মাঝে কোনও এক বড় গাছের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অরণ্য জগতে বট ও অশত্থ হল বৃহত্তম বনস্পতি। আবহাওয়ার দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বট ও অশত্থের ছায়া যেন মাঠে কাজ করা কৃষকের একমাত্র শান্তির আশ্রয়স্থল। তাই একে বাঁচিয় রাখতেই হবে। কারণ ঝড়, বাদলের আশঙ্কায় এর উপড়ে যাবার একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। এইসব গাছের মাথা খুব ভারী হওয়ার কারণে এর গোড়ায় যদি বেশি মাটি না থাকে তবে সামান্য ঝড় বাদলেই গোড়া আলগা হয়ে গাছটি পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই একে বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরকার এর গোড়ায় বেশি করে মাটি দিয়ে উঁচু বেদীর মতো করে দেওয়া হয়। তাই এইরকম মাঠের বৃহৎ গাছকে পীর ভেবে তাতে মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে খুব সহজেই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সম্ভব হবে।

তাহলে এই পীররূপী গাছের নৈবেদ্য কি হতে পারে? যা নৈবেদ্য হতে পারে তা হল ঢিল মাটি। গ্রামীণ জনজীবনের বিশ্বাস দূর থেকে এই ঢিল মেরে গাছের গোড়ায় ফেলে দিলেই সমস্ত মনস্কামনা পূণ্য হয়। সুতরাং, আবির্ভাব হল এক নতুন পীরের যা আজ ঢেলপীর নামে পরিচিত।

প্রথা হিসেবে আজও পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সকাল থেকেই এই ঢেলপীরের পুজো হয় কোনও এক বিরাট চাষের মাঠে ফসল তোলার পর। রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক দর্শনার্থীকে তিনবার ঢিল ছুড়তে হয়। কেউ কেউ ঘোড়াও মানত করেন। এর বেশি এখানে কোনও বিশেষ পুজাপদ্ধতি বা রীতিনীতি নেই। ঢেলপীরের আরাধনা সন্ধে নামার সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে যায়। প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয় সামান্য ফল ও বাতাসা। কালক্রমে এতে বাউল অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে। গাছের বেদী মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে উঁচু করে দেওয়া হয়। বালকা মাটি দেওয়া পুরো স্থানটি সুন্দর করে লেপে দেওয়া হয়। নানারকম রঙিন কাগজ পতাকা আকারে কেটে একটা সুতোয় গেথে তা দিয়ে বেদীর স্থানটি চৌকো আকারে সাজানো হয়ে থাকে। ফুল হিসেবে থাকে সাধারণ জংলা ফুল। এভাবেই সমাপ্ত হয় গ্রামীণ জনজীবনের ঢেলপীরের আরাধনা যা আজও প্রান্তিক মানুষের লোকাচারের শেষ স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পালিত হয়ে চলেছে লোকসংস্কৃতির আকরভূমি এই দিনাজপুরে। এবিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষক তথা ইতিহাসবিদ কৌশিক বিশ্বাস জানান, দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে আজও মাটির তৈরি ঘোড়া দিয়ে পীরকে শ্রদ্ধা জানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

এবার শরদ পাওয়ারের ব্যাগে তল্লাশি কমিশনের

পুনে, ১৭ নভেম্বর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের ব্যাগে তল্লাশির পর এবার শরদ পাওয়ারের ব্যাগে তল্লাশি চালালেন নির্বাচনী আধিকারিকরা। সোলাপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে মহারাষ্ট্রের পুনের বারামতিতে বর্ষীয়ান রাজনীতিকের ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্রের পালঘরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডের ব্যাগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। অমিত শাহ, রাহুল গান্ধির ব্যাগেও তল্লাশি চলে।

আর মাত্র তিনদিন পরই বিধানসভা নির্বাচন মহারাষ্ট্রে। এই পরিস্থিতিতে লাগু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনী আচরণবিধি। তাই বিভিন্ন নেতাদের ব্যাগে তল্লাশি চালানোর মতো ঘটনা ঘটছে। এদিন সোলাপুরে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় বারামতিতে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালান নির্বাচনী আধিকারিকরা। পরে তল্লাশি শেষে নিজের চপারে চড়ে সোলাপুরের উদ্দেশে পাড়ি দেন তিনি।

শুক্রবার মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চপারেও নির্বাচন কমিশনের তরফে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানান শাহ। শনিবার মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তার আগে সোমবার উদ্ধব ঠাকরের ব্যাগে তল্লাশি চালান নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শিব সেনা ইউবিটির নেতা উদ্ধব নিজেই। মঙ্গলবার ফের উদ্ধবের ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। ওই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়ার পর বিরোধী শিবিরের অন্য নেতারাও উদ্ধবকে সমর্থন করেন। শরদ পাওয়ার বলেন, 'ওদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাই ওরা বিরোধীদের বিব্রত করছে। এ সবের ফল ওদের ভুগতে হবে।' কমিশনের দাবি, ভোটের আগে বড় নেতা বা তারকা প্রচারকদের গাড়ি বা ব্যাগে তল্লাশি চালানো কমিশনের আধিকারিকদের রুটিন কাজের মধ্যে পড়ে।

'লর্ড অফ ড্রাগস' সেলিমের সাম্রাজ্যে হানা এনসিবির

পোর বন্দর, ১৭ নভেম্বর: এবার 'লর্ড অফ ড্রাগস' হাজি সেলিমের সাম্রাজ্যে হানা দিল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো।

শনিবার গুজরাটের পোর বন্দর থেকে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে এনসিবি। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের মদতে এই বিপুল পরিমাণ মাদক পাঠানো হয়েছে ভারতে। এই বিপুল পরিমাণ মাদকের সঙ্গে পাকিস্তানি ড্রাগ মাফিয়া হাজি সেলিমের সরাসরি যোগ রয়েছে বলেই অনুমান। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশের পরই হাজি সেলিমকে ধরতে জোরদার অভিযান শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানিকে।

এনসিবির ডেপুটি ডিরেক্টর জ্ঞানেশ্বর সিং বলেন, এই হাজি সেলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাদক কারবারিদের মধ্যে অন্যতম। এশিয়া, আফ্রিয়া ও ইউরোপজুড়ে এর জাল বিস্তৃত। এর বিশাল নেটওয়ার্ক চমকে দেওয়ার মতো। বিগত কয়েক বছর ধরে এনসিবি ও পুলিশের নজরে রয়েছে এই ড্রাগ মাফিয়া। এশিয়াতে ভারত-সহ শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আরও নানা দেশে এর সিন্ডিকেট ছড়িয়ে রয়েছে। আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইরান, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তানের মতো দেশের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে এই ব্যক্তি। ভারত মহাসাগর থেকে যত মাদকের কারবার চলে তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হাজি।

মৃত মুরগির খুনের অভিযোগ যুবকের

লখনউ, ১৭ নভেম্বর: থানায় ঢুকে বড়বাবুর টেবিলে একটা মৃত মুরগি রেখে, তাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ জানালেন এক যুবক। এমনকি, ওর খুনের শাস্তি চাই। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ এফআইআর দায়ের করার আর্জিও জানালেন তিনি। গোটা ঘটনায় তাজ্জব পুলিশ। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বি জেলার।

জানা গিয়েছে, নিজের পোষা মুরগির অস্বাভাবিক মৃত্যুর বিচার চেয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হন উত্তরপ্রদেশের যুবক। কৌশাম্বি জেলার জাওয়াই গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবকের প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল ওই মুরগিটি। তাঁর অভিযোগ, যখন কাজে বেরিয়েছিলেন, সেই সময় প্রতিবেশী ইট ছুড়ে তাঁর পোষ্য মুরগিটিকে মেরে ফেলে। বাড়ি ফিরে মুরগিটিকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেই প্রতিবেশীর বাড়িতে চড়াও হন ওই যুবক। প্রতিবেশীরা তাঁকে গালিগালাজ ও মারধর করেন বলেই অভিযোগ। এরপরই মুরগিটিকে নিয়ে খুনের অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির হন। তাঁর দাবি, মুরগি খুনের অপরাধে প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পরে অনেক বুঝিয়ে ওই যুবককে শান্ত করে পুলিশ। বলা হয়, অভিযোগ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় আইন অনুযায়ী, ৫০ টাকার বেশি মূল্যের কোনও পোষ্য প্রাণীকে হত্যা করা আইনত অপরাধ। এর সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বছরের কারাদণ্ড।

ঝাঁসিতে আরও এক শিশুর মৃত্যু, দুর্ঘটনাবশত, প্রাথমিক দাবি কমিটির

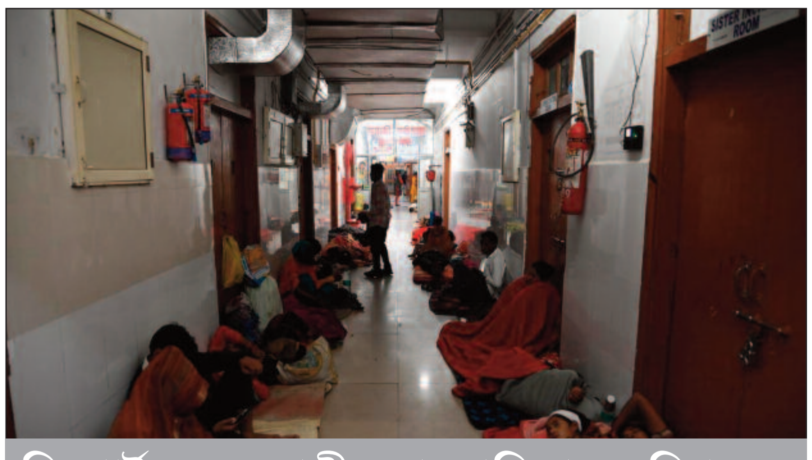

রিপোর্ট তলব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

ঝাঁসি, ১৫ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে মহারানি লক্ষীবাঈ মেডিক্যাল কলেজে আগুন লাগার ঘটনায় আরও এক শিশুর মৃত্যু হল রবিবার। ওই দুর্ঘটনার কারণ খুঁজতে দুই সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। সূত্রের খবর, কমিটির প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে অগ্নিকাণ্ড পুরোটাই দুর্ঘটনাবশত, জেনেবুঝে কিছু করা হয়নি। এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে একথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি কোথাও গাফিলতি কিংবা ষড়যন্ত্রের তত্ত্বও এখনও উঠে আসেনি। এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআরও দায়ের হয়নি বলে ওই সূত্রের দাবি। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে সবিস্তার রিপোর্ট তলব করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি পাঠিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। হাসপাতালের শিশু বিভাগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বেশ কয়েকটি গাফিলতির অভিযোগের মধ্যে অন্যতম হল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। এ ছাড়াও ফায়ার অ্যালার্ম-সহ আরও বেশ কিছু অভিযোগ উঠলেও,হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পালটা দাবি, হাসপাতালের পরিকাঠামোয় কোনও গাফিলতি ছিল না।

হাসপাতালের গাফিলতি না থাকলে, কার কোথায় গলদ ছিল, তা খুঁজতে মরিয়া প্রশাসন। চার পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। এবার ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নোটিস পাঠাল রাজ্য সরকারকে। মানবাধিকার কমিশন মনে করছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোথাও বড়সড় গাফিলতি'ছিল। আর সেই গাফিলতি চিহ্নিত করতেই রাজ্য সরকারের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে তারা।

শনিবার এক বিবৃতি জারি করে মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এর নেপথ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোথাও না কোথাও গাফিলতি ছিল বলেই ওই বিবৃতিতে ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, একটি সরকারি হাসপাতালের পর্যবেক্ষণে ছিল সদ্যোজাতরা। তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে দাবি করা হয়েছে। তবে সেই তত্ত্ব সন্তুষ্ট করতে পারেনি কমিশনকে। তাই সবিস্তার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তলব করা হয়েছে তাদের তরফে। শুধু তাই নয়, যে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, আর যে শিশুরা আহত, তাদের পরিবার যাতে সঠিক বিচার পান, তার ব্যবস্থা করার কথাও কমিশনের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

চর্চায় লং রেঞ্জ মিসাইল

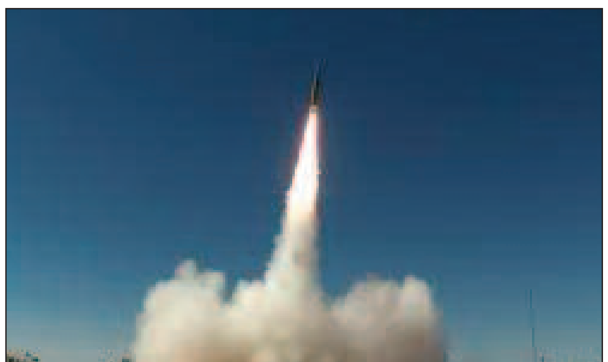

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: ফের চর্চায় লং রেঞ্জ মিসাইল। ভারত এইবার যেটা পরীক্ষা করল তা হল লং রেঞ্জ ক্রুজ মিসাইল। ব্রহ্মস হল মিডিয়াম রেঞ্জ সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল।

এটা লং রেঞ্জ ক্রুজ মিসাইল। ব্যালেস্টিক মিসাইলে একবার টার্গেট সেট করে দেওয়ার পর তাকে আর বদলানো যায় না। কিন্তু ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়ার পরও তাকে ম্যানুভার করা যায়। ক্রুজ মিসাইলে প্রিশিসন অ্যাটাক অনেক ভালো হয়। আর এই মিসাইল অনেক নিচু দিয়ে ওড়ায় শত্রুর রেডার সহজে সনাক্ত করতে পারে না। ভারতের এই নতুন ক্ষেপণাস্ত্র যাকে বলা হচ্ছে লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল। তার সফল পরীক্ষা হল ওড়িশার চাঁদিপুরে ডিআরডিও-র ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জে। এর গতি অবশ্য শব্দের চেয়ে কম।

ব্রহ্মসের মতো শব্দের চেয়ে বেশি নয়। তবে সেন্সর, রেডারকে ফাঁকি দেওয়ার প্রযুক্তি, ট্র্যাকিং, ফ্লাইট পাথ, নিচু দিয়ে ওড়ার মতো যেসব বিষয় পরীক্ষা করার ছিল তার সবেতেই একশোয় একশো পেয়ে পাস করেছে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই মিসাইল। আরও একটা সুবিধা হল, মোবাইল লঞ্চার কিংবা রণতরীর ডেক থেকে এই মিসাইল ছোঁড়া যায়। ফলে, ব্যবহার করাটাও সহজ। শোনা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি নৌ সেনার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা খরচে ২০০টা লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল কেনা হবে।

ইজরায়েলি হামলায় ধ্বংস ইরানের 'টপ সিক্রেট' পরমাণু কেন্দ্র, জল্পনা উপগ্রহ চিত্র ঘিরে

জেরুজালেম, ১৭ নভেম্বর: ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ইরানের গোপন পরমাণু অস্ত্র গবেষণাগার? সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা এক কৃত্রিম উপগ্রহ চিত্র সেই জল্পনা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। জানা যাচ্ছে, গতমাসে ইরানের পারচিন মিলিটারি কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সেই হামলায় ধ্বংস হয় ইরানের 'টপ সিক্রেট' পরমাণু কেন্দ্র। যদিও সে দাবি উড়িয়ে দিয়েছে ইরান।

গত ১ অক্টোবর ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। যার বদলা নিতে ক্ষোভের আগুনে ফুঁসছিল তেল আভিভ। সেই হামলার জবাবে গত ২৬ অক্টোবর ইরানের তিনটি জায়গাকে টার্গেট করে পালটা হামলা চালায় ইজরায়েল। যেগুলি হল, তেহরান, খুজেস্তান ও ইলাম। এই তেহরানের অন্তর্গত পারচিন মিলিটারি কমপ্লেক্স। এখানে ইরানের গোপন পরমাণু কেন্দ্র ধ্বংসের দাবি করেছে তিন মার্কিন ও দুই ইজরায়েলি আধিকারিক। তাদের দাবি, ওই অঞ্চলে গোপনে পরমাণু অস্ত্র গবেষণাগার চালাচ্ছিল ইরান। এই ইজরায়েলের হামলায় তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে। এবং পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার কাজে ইরানকে বহু পিছনে ঠেলে দিয়েছে।

ইজরায়েলের ওই আধিকারিকের দাবি, ২৬ অক্টোবর ইরানের উপর জবাবি হামলায় সেখানকার গবেষণাগারের অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করেছে ইজরায়েল। উদাহরণ স্বরূপ, পরমাণু অস্ত্রের প্লাস্টিকের একটি অংশ তৈরি করা হত এই গবেষণাগারে। যা পরমাণু অস্ত্রের ইউরেনিয়ামের অংশ ঘিরে রাখত। সেই যন্ত্র ধ্বংস করে দিয়েছে ইজরায়েল। জানা যায়, প্লাস্টিকের অংশটি বিস্ফোরকের 'ডিটোনেটর' হিসেবে কাজ করত। এই অংশটি তৈরি করার যন্ত্রটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বিস্ফোরণ প্রক্রিয়াটিই সম্ভব হবে না।

শক্তিশালী ভারতীয় সেনা, চিন্তা বাড়াচ্ছে চিন ও পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে ভারতীয় সেনা। আর এতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হচ্ছে চিন-পাকিস্তানের। ভারতের ঝুলিতে এখন নিত্যনতুন মিসাইল। বর্তমানে চর্চায় নয়া দুই সমরাস্ত্র। চর্চায় পিনাক ও প্রচণ্ড। সম্প্রতি এই মাল্টি ব্যারেল রকেট লঞ্চারের নিয়ে রীতিমতো শোরগোল শুরু হয়েছে সেনা মহলে। যা কিনা মাত্র ৪৫ সেকেন্ডের মধ্যে পরপর ১২টা রকেট ছুঁড়তে পারে। শোনা গিয়েছিল ফ্রান্স ভারত থেকে পিনাক কিনতে চায়। এরইমধ্যে এবার একসঙ্গে একাধিক টার্গেটে পরপর ছোঁড়ার সময়ে এই সিস্টেম কতটা কার্যকর, সেটার পরীক্ষা করল সেনা। সূত্রের খবর, এক্ষেত্রেও, চারটে মাপকাঠিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে পিনাক।

সূত্রের খবর, তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় পরীক্ষা হয়েছে। তবে ডিফেন্সের টপ সিক্রেট ম্যাটার হওয়ায় কোথায় পরীক্ষা, কী ধরনের টার্গেট সেট করা হয়, এসব জানা যায়নি। পরীক্ষার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনা ও ডিআরডিওকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবার পিনাক কিনতে ফ্রান্সের আগ্রহ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে জোর চর্চায় 'প্রচণ্ড'। প্রচণ্ড হল হ্যালের তৈরি লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার। যে কিনা আকাশে শত্রুর হেলিকপ্টার, ড্রোন ও মাটিতে ব্যাটল ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে পারে। এই কপ্টারের সাহায্যে উদ্ধারের কাজ ও নজরদারিও চালানো যায়। বর্তমানে আর্মির গজরাজ কোর প্রচণ্ড থেকে হাই-অলটিটিউ ফায়ারিংয়ের সফল পরীক্ষা করল।

দেখা গিয়েছে, একদম রিয়েল কমব্যাট সিচুয়েশনে অধিক উচ্চতায় এই হেলিকপ্টার, কম উচ্চতার মতোই সমান কার্যকরী। টার্গেটকে উড়িয়ে দিতে একইরকমের নিখুঁত। ফলে, লাদাখের মতো অতি উচ্চতায় চিন সীমান্তে প্রচণ্ড মোতায়েনে আর কোনও দ্বিধা নেই। এই সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে এই মুহূর্তে সরকার ও ভারতীয় সেনার বিভিন্ন পরিকল্পনা কথা শোনা যাচ্ছে।

বোমা মেরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওড়ানোর হুমকি ফোন

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: এবার বোমা মেরে ওড়ানোর হুমকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। পুলিশ সূত্রের খবর, লস্কর জঙ্গিগোষ্ঠীর সিইও পরিচয় দিয়ে শনিবার ব্যাঙ্কের হেল্পলাইনে একটি হুমকি ফোন করেন ব্যক্তি। তারপরই ফোনে হুমকি দেন, বোমা মেরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উড়িয়ে দেওয়ার। সূত্রের খবর, হুমকি দেওয়ার পর আবার ফোনে গানও শোনান ওই ব্যক্তি। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে হুমকি ফোনের ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ। কোথা থেকে এই ফোন করা হয়েছিল তা চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। এটি কোনও ভুয়ো হুমকি কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হুমকি ফোন আসার পরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে।

স্নাতক পরীক্ষায় ফেল, রাগে কলেজে ছুরি নিয়ে হামলা কলেজ পড়ুয়ার

বেজিং, ১৭ নভেম্বর: পরীক্ষায় ফেল করে স্নাতক হতে পারেননি। সেই রাগে কলেজে ছুরি হাতে হামলা চালাল ২১ বছর বয়সি এক কলেজ পড়ুয়া। এই হামলায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি আহত হয়েছে আরও ১৭ জন। এই নিয়ে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই ধরনের ঘটনা ঘটল চিনে। সম্প্রতি এই হামলার ঘটনা ঘটেছে চিনের জিয়াংসু প্রদেশের ইয়িক্সিং শহরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উক্সি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড টেকনোলজি'-তে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক তরুণ। অভিযুক্ত ওই কলেজেরই পড়ুয়া। চলতি বছর স্নাতক পরীক্ষা দিয়েছিল সে।

মার্কিন আমলাতন্ত্রে হতে পারে বদল, চাকরি খোয়াতে পারেন বহু কর্মী!

ওয়াশিংটন, ১৭ নভেম্বর: আমেরিকার নয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে 'ডজ' কার্যকর হওয়া নিয়ে জোর চর্চা চলছে। ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, একদিন যদি শোনেন আমেরিকা থেকে শিক্ষা মন্ত্রক উঠে গেল, তাহলেও অবাক হবেন না। সেই সম্ভাবনা নিয়ে এখন নানা মহলে নানা আলোচনা। তবে সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছুই হতে পারে। বহু লোকের চাকরি যেতে পারে। মার্কিন আমলাতন্ত্রের যে কাঠামো, তার খোল-নলচে বদলে যেতে পারে।

কী এই ডজ? ডজ হল ডিওজিই। ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি। ভোটের প্রচারে ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে ফেডারাল সরকারের খরচ কমাবেন। তো খরচ কমাতে নতুন একটা দপ্তর তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সেটাই হল ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি, ডজ। মার্কিন মুলুকে আশঙ্কা, এই ডজের সুপারিশে প্রায় এক লক্ষ সরকারি কর্মীর চাকরি যাবে। তাই লোকে একে বলতে শুরু করেছে, চাকরি খাওয়ার মন্ত্রক।

ডজের মাথায় ট্রাম্প এলন মাস্ককে বসিয়ে দিয়েছেন। মাস্ক টুইটার হাতে নেওয়ার পরই হাজার হাজার কর্মীকে গলাধাক্কা দিয়েছিলেন। চাকরি খাওয়া নিয়ে বেশ সুনাম আছে তাঁর। আর, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন উদ্যোগপতি বিবেক রামস্বামী, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে গিয়ে ট্রাম্পকে জায়গা ছেড়ে দেন। ডজের মাথায় বসিয়ে তাঁকেও পুরস্কার দিয়েছেন ট্রাম্প। রামস্বামী রিপাবলিকান পার্টির প্রচারে সরকারি খরচ বাড়ার জন্য বাইডেন প্রশাসনকেই দায়ী করেছেন। সঙ্গে, এও বলেছেন যে আমেরিকায় শিক্ষামন্ত্রক এবং ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, এফবিআই রাখারই দরকার নেই। অনেক সরকারি দপ্তর তুলে দিলেও কিছু যাবে আসবে না। তাতে বরং সরকারের খরচ বাঁচবে। নানা দপ্তরে পঁচাত্তর শতাংশ লোক কমানোর কথাও শোনা গেছে রামস্বামীর মুখে।

বন্দে ভারতের খাবারের পোকা, অভিযোগ পেয়ে পদক্ষেপ রেলের

চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর: ট্রেনে খাবার পরিবেশন হতেই খিদের জ্বালায় এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তা খেতেই বিপত্তি বাধল। খাবারের দিকে তাকাতেই গুলিয়ে উঠল শরীর। পেটে যা খাবার গিয়েছিল, তাও বেরিয়ে আসার জোগাড়। অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলে পরিবেশিত সাম্বারের ভিতর থেকে মিলল কালো কালো একটা জিনিস। প্রথমে ভেবেছিলেন, জিরে বা অন্য মশলা হবে, কিন্তু হাত দিতেই বুঝলেন, এটা ফোড়ন নয়। সাম্বারে ভাসছে একগাদা পোকা! ঘটনাটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনের!

অন্য ট্রেনের থেকে আলাদা অভিজ্ঞতা পেতে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের টিকিট কেটেছিলেন ওই যাত্রী। বাকি অভিজ্ঞতা ভালো হলেও, তাল কাটল খাবারের প্রসঙ্গেই। ঘটনাটি ঘটেছে তিরুনেলিভেলি থেকে চেন্নাইগামী বন্দে ভারত ট্রেনে। একাধিক যাত্রীই খাবারের মান নিয়ে অভিযোগ করেন। এক্স হ্যান্ডেলে যাত্রী পোকা ভর্তি খাবারের ছবিও পোস্ট করেন। কংগ্রেস সাংসদ মানিকরাম ঠাকুরও সেই ভিডিও-ছবি শেয়ার করেন।

ওই যাত্রীর অভিযোগ পেতেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে রেল কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী স্টেশনেই খাবারের প্যাকেটটি সংগ্রহ করা হয় পরীক্ষার জন্য। রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, খাবারের মধ্যে নয়, বরং খাবারের ঢাকনায় আটকে ছিল পোকাগুলি। যে সংস্থা খাবার পরিবেশনের দায়িত্বে ছিল, তাদের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

পার্থে রোহিতকে পাচ্ছে না ভারত, শুভমনও অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: চোট কোথায়, তা জানানো হয়নি। তবে বিরাট কোহলির চোট আছে। চোট পেয়েছেন লোকেশ রাহুলও। আর সন্তানের জন্মের সময় পাশে থাকা রোহিত শর্মা এখনো অস্ট্রেলিয়ায় যাননি। সন্তানের জন্ম হয়ে গেলেও স্ত্রী ও নবজাতকের পাশে থাকার জন্য প্রথম টেস্টে থাকছেন না রোহিত।

পার্থ টেস্টে ভারত অধিনায়কের না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকইনফো। এ ছাড়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরুর আগে এর মধ্যেই আরেকটি বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত দল। চোটে পড়েছেন আরেক টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান শুবমান গিলও।

আগামী শুক্রবার পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। এর আগে পার্থে রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করছে ভারত। সেখানেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছেন গিল। দলের বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি দিয়েছে ভারতের দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া। তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।

গিল যদি চোটের কারণে শেষ পর্যন্ত পার্থ টেস্টে না,ই খেলতে পারেন, টপ অর্ডারের ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে ভারতের। রোহিত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে টেস্টে ইনিংস ওপেন করলেও গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে গিল তিন নম্বরেই ব্যাটিং করছেন। রোহিতের সঙ্গে ব্যাটিং ওপেন করছেন মূলত যশস্বী জয়সোয়াল। টপ অর্ডারের আরেক ব্যাটসম্যান রাহুলও গতকাল কনুইয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ইন্ট্রা-স্কোয়াড ম্যাচ খেলার সময় প্রসিধ কৃষ্ণার বল লেগেছে তাঁর কনুইয়ে।

ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, ভারত ‘এ’ দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া দেবদূত পাড়িক্কালকে থেকে যেতে বলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে কোহলিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কম বলেই খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। চোটের কারণে স্ক্যান করানো হলেও তিনি আজ দলের সবার সঙ্গে অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন।

কোহলি-রোহিতের চেয়ে ভারতের বড় দুশ্চিন্তার নাম গম্ভীর, বললেন প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুরুটা করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। রিকি পন্টিং দিয়েছিলেন কড়া জবাব। তবে লড়াইটা বোধ হয় শিগগিরই শেষ হচ্ছে না। এবার ভারত কোচকে খোঁচা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক টিম পেইন। বলেছেন, বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা নন, ভারতের কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকলে সেটা কোচ গম্ভীর।

ভারতের কোচ হিসেবে গম্ভীরকে যথেষ্ট উপযুক্তও মনে করেন না অস্ট্রেলিয়াকে ২৩ টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া পেইন। বরং এগিয়ে রাখেন সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রীকে।

পুরো ঘটনার সূত্রপাত ‘আইসিসি রিভিউ’তে দেওয়া পন্টিংয়ের কিছু মতামত। যেখানে কোহলির বাজে ফর্মের প্রসঙ্গ তুলে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেছিলেন, তাঁর ফর্ম উদ্বেগজনক। গত ১১ নভেম্বর ভারত ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় রওনা হওয়ার আগে গম্ভীরের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন এক সাংবাদিক। গম্ভীর তখন ‘ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের মাথাব্যথা কেন’ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যার প্রতিক্রিয়ায় পন্টিং বলেন, ‘গৌতম গম্ভীরকে যতটা জানি...সে বেশ রগচটা। তাই তার কাছ থেকে এমন উত্তরে আমি অবাক হইনি।’

অস্ট্রেলিয়ার এসইএন,কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিংয়ের মতামতে গম্ভীরের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পেইন বলেন, ‘ওটা আমার ভালো লাগেনি। এটা ভালো কোনো উদাহরণ নয়। কারণ, পন্টিং শুধু সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছিল। আমার মনে হয় সে (গম্ভীর) পন্টিংকে এখনো খেলোয়াড়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে। কিন্তু রিকি এখন ধারাভাষ্যকার। মতামত দেওয়ার জন্য তাঁকে টাকা দেওয়া হয়। আর মতামত যেটা দিয়েছে, সেটা সঠিকও।’

কোহলি যে বর্তমানে সেরা ছন্দে নেই, তা পেইনও মনে করেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার, গাভাস্কার ট্রফিতে নামার আগে ভারতের দুশ্চিন্তা কোহলি বা রোহিত নন বলেও মনে করেন পেইন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এ রকম, ‘বিরাট কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় আছে। এটা অবশ্যই ভাবার বিষয়। তবে আমার চোখে ভারতের এ মুহূর্তের বড় দুশ্চিন্তা রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলির ব্যাটিং নয়। বড় দুশ্চিন্তা তাদের কোচ এবং চাপের মুখে তার শান্ত থাকার সামর্থ্য আছে কি না, সেটা।’

ভারত এবারের আগে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ যে দুবার সফর করে গেছে, দুবারই টেস্ট সিরিজ জিতেছে। সেই সফর দুটিতে কোচের দায়িত্বে থাকা রবি শাস্ত্রীর প্রশংসা করে পেইন বলেন, ‘তিনি একটা দারুণ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে দম ছিল, আবেগ ছিল। তিনি বেশ খেলোয়াড়দের উদ্দীপিত করতে পারতেন, স্বপ্ন দেখাতে পারতেন।’ এরপর গম্ভীরের প্রসঙ্গে পেইন বলেন, ‘ভারত এমন একজন নতুন কোচের দ্বারস্থ হলো, যিনি সত্যিই খিটখিটে মেজাজের। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটা ভালো ব্যাপার নয়। তবে আমার উদ্বেগের জায়গা হচ্ছে, এটা সত্যিই ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য উপযুক্ত নয়।’

অস্ট্রেলিয়া,ভারত পাঁচ টেস্টের বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফি শুরু হবে ২২ নভেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে।

৪৩৯ রান, ৩২ ছক্কা ও দলীয় হ্যাটট্রিকের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই দল মিলে রান তুলল ৪৩৯। ছক্কা মারল সমান ১৬টি করে মোট ৩২টি। সেন্ট লুসিয়ায় গত রাতে রান ও ছক্কা উৎসবের ম্যাচটি জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের দেওয়া ২১৯ রানের লক্ষ্য ৬ বল আর ৫ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে ক্যারিবীয়রা।

পাঁচ ম্যাচের প্রথম তিনটিতে জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। নিয়মরক্ষার শেষ দুই ম্যাচের একটিতে জিতে কাল ব্যবধান কমিয়ে ৩, ১ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের শেষ ম্যাচ আজ রাতে সেন্ট লুসিয়াতেই।

বড় লক্ষ্য তাড়া করার কাজটা সহজ করে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার শাই হোপ ও এভিন লুইস। দুজন ৫৫ বলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন। তাঁদের স্ট্রাইক রেটও ছিল ২০০,এর বেশি।

বড় শট খেলায় পারদর্শী লুইস বেশি ছক্কা মারবেন, সেটাই স্বাভাবিক। ৭ ছক্কা ও ৪ চারে তিনি ৩১ বলে করেন ৬৮ রান। হোপ ৩ ছক্কা ও ৭ চারে করেছেন ২৪ বলে ৫৪।

১৩৬ রানে প্রথম উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওই একই রানে হারায় আরও ২ উইকেট। রেহান আহমেদের ওভারের প্রথম বলে লুইস আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় বলে হোপ হন রান আউট। ওভারের তৃতীয় বলে বোল্ড হন নিকোলাস পুরান। তাতে হয়ে যায় হ্যাটট্রিক। যদিও সেটা বোলার রেহানের নয়, দলীয়।

টানা ৩ বলে ৩ উইকেট হারানোর পরও রান তাড়া করতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ২৩ বলে ৩৮ রান করেন অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। ১৭ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন শেরফান রাদারফোর্ড।

ইংল্যান্ডের বড় সংগ্রহের পেছনেও দলটির ওপেনারদের অবদান ছিল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ড ওপেনিং জুটিতে তোলে ৩০ বলে ৫৪। ফিল্ট সল্ট খেলেন ৩৫ বলে ৫৫ রানের ইনিংস। ১২ বলে ২৫ করেছেন উইল জ্যাকস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক পাওয়েলের মতো ঠিক ২৩ বলেই ৩৮ রান করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ফিফটি পাওয়া জ্যাকব বেথেলও কালও পেয়েছেন ফিফটি। ৩২ বলে ৬২ রান করে ছিলেন অপরাজিত। স্যাম কারেন ১৩ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন। এরপরও ইংল্যান্ডের রান জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড ২০ ওভারে ২১৮/৫ (সল্ট ৫৫, বেথেল ৬২; মোতি ২/৪০, জোসেফ ১/৩৩)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯ ওভারে ২২১/৫ (লুইস ৬৮, হোপ ৫৪; রেহান ৩/৪৩, টার্নার ১/৪২)।

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ শাই হোপ।

সিরিজ ৫ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ড ৩,১ ব্যবধানে এগিয়ে।

জোড়া ট্রফি নিয়ে শহর ছাড়ছেন বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু'দিন আগে বিভাগে জিতেছিলেন। এ বার ব্লিৎজটেও ট্রফি জিতলেন ম্যাগনাস কার্লসেন। টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় সবার আগে শেষ করলেন নরওয়ের দাবাড়ু। পাঁচ বছর পর শহরে এসে দু'টি ট্রফিই জিতলেন তিনি।

ব্লিৎজ বিভাগের দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ০.৫ পয়েন্টে শীর্ষে ছিলেন কার্লসেন। পর পর পাঁচটি ড্র করেন আর প্রজ্ঞানন্দ, ওয়েসলি সো, আব্দুসাত্তারভ নোদিরবেক, ভিনসেন্ট কেমার এবং নিহাল সারিনের বিরুদ্ধে। তাতেও তিনি শীর্ষে ছিলেন। তখন অর্জুন এরিগাইসির কাছে সুযোগ এসে গিয়েছিল কার্লসেনকে টপকে শীর্ষে চলে যাওয়ার। কিন্তু শেষ দিকের রাউন্ডগুলিতে খারাপ খেলেন অর্জুন। তিনটি ম্যাচ হারেন। ফলে শেষ রাউন্ডের আগেই চ্যাম্পিয়ন হন কার্লসেন। তিনি ১৩ পয়েন্ট পেয়েছেন। রানার-আপ হয়েছেন সো। অর্জুন শেষ করেছেন তৃতীয় স্থানে।

মহিলাদের বিভাগে ক্যাটেরিনা লাগনো আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে ট্রফি জিতেছেন। তিনি ১১.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে ভ্যালেন্টিনা গুনিনা এবং আলেকসান্দ্রা গোরিয়াচকিনা। প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ, দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ।

পুলিশের ফ্রেন্ডশিপ কাপের উদ্বোধন

কলকাতা: শনিবার ভবানীপুরের নর্দন পার্কে চলতি বছরের ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। এদিন উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়া টিমের প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন ও ফুটবলার দীপঙ্কর রায়। ডিসি সাউথ প্রিয়ব্রত রায়, ডিসি সাউথ (দুই) সঞ্জয় চক্রবর্তী,

এসি সাউথ পুলক কুমার দত্ত, এসি প্রেমজিৎ চৌধুরী, এসি দেবজিৎ ভট্টাচার্য এবং শেক্সপিয়ার থানার অফিসার ও সাউথ ডিভিশনের স্পোর্টস অফিসার সার্জেন্ট দীপ্তিময় ঘোষ সহ অনেকেই।

কলকাতা পুলিশের তরফে ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ৯৭ সালে।এই খেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা বা পাবলিক রিলেশন তৈরী করা। এই খেলা এবারে ২৫ বছরে পদার্পণ করল। যদিও করোনা জন্য মাঝে কিছু দিন বন্ধ ছিল। কলকাতা পুলিশের প্রত্যেকটি ডিভিশন ও থানাগুলো এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।খেলায় প্রত্যেকটি ডিভিশনে যেটিম প্রথম স্থান অধিকার করে তাদেরকে আবার কোয়ার্টার ও সেমিফাইনাল খেলে কলকাতা পুলিশ জুডিকশনে একটি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।বলা ভালো এবার সাউথ ডিভিশনে মোট ৪৮টি টিম অংশগ্রহণ করেছে। আগামী ১০-১২ দিন ধরে এই খেলা চলবে।

সাউথ ডিভিশনের অধীন পার্ক স্ট্রিট, ভবানীপুর ও শেক্সপিয়ার থানা সহ মোট ১২ টি থানায় এই খেলাগুলি হবে বলে জানা গিয়েছে। উদ্যোগে রয়েছে পুলিশের সাউথ ডিভিশন।

টানা তৃতীয়বার হারের হ্যাটট্রিক মেসির, সামনে বিব্রতকর রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: টানা তিন ম্যাচে হার, একজন ফুটবলারের ক্যারিয়ারে এমন কিছু ঘটতেই পারে। বিশেষ করে দলের বাজে সময়ে এ ধরনের বিব্রত অবস্থার ভেতর দিয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু খেলোয়াড়টির নাম যদি হয় লিওনেল মেসি, তখন যে কেউ ভ্রু কুঁচকে তাকাবে। টানা তিন ম্যাচে হার যে মেসির জন্য বিরল ঘটনা। এবার নিজের ক্যারিয়ারে তৃতীয় দফায় এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

পরশু প্যারাগুয়ের বিপক্ষে তাদের মাঠে হারের আগে মেসি পরপর দুই ম্যাচে হেরেছেন ইন্টার মায়ামির জার্সিতে। সেই হার দুটি ছিল আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) প্লে অফে। কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, তিনটি ম্যাচেই হারের ব্যবধান ২-১। এমনকি আটলান্টার বিপক্ষে হেরে আরও একটি শিরোপা জয়ের সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেছে মেসির।

২০০৪ সালে পেশাদার ফুটবলে যাত্রা শুরুর পর মেসি প্রথম টানা তিন হারের স্বাদ পান ২০১৪ সালে। সবই ছিল জেরার্দো মার্তিনোর অধীনে বার্সেলোনায়।

৯ এপ্রিল আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে ১-০ গোলে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আট থেকে ছিটকে যায় মেসির বার্সা। এই ম্যাচের আগে প্রথম লেগে ১-১ গোলে ড্র করেছিল কাতালান ক্লাবটি।

এরপর ১২ এপ্রিল গ্রানাদার মাঠে গিয়ে আবার হারের মুখ দেখেন মেসিরা। লা লিগায় সেই ম্যাচে বার্সা হারে ১-০ গোলে। পরের ম্যাচটি বার্সার হারে কোপা দেল রের ফাইনালে। রিয়াল মাদ্রিদের কাছে সেই ফাইনালে হারের ব্যবধান ছিল ২-১।

২০১৬ সালে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনার সাক্ষী হন মেসি। এবারও তিনটি হারে মেসির গায়ে ছিল বার্সেলোনার জার্সি। এবারও শুরুটা ৯ এপ্রিল, সে দিন লা লিগায় মেসির বার্সা ১-০ গোলে হেরে যায় রিয়াল সোসিয়েদাদের কাছে।

৪ দিন পর অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল বার্সা টানা দ্বিতীয় হারের স্বাদ পায় চ্যাম্পিয়নস লিগে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। চ্যাম্পিয়নস লিগের সেই ম্যাচে ২-০ গোলে হেরে শেষ আট থেকেই ছিটকে যায় কাতালান ক্লাবটি।

এরপর বার্সা তৃতীয় হারের পর স্বাদ পায় ১৭ এপ্রিল। সেই ম্যাচটি ছিল লা লিগার। ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে হারের ব্যবধান ছিল ২-১। এই ম্যাচে মেসি গোল করলেও বার্সা হার এড়াতে পারেনি। ঘরের মাঠ ক্যাম্প ন্যুর এই হার মৌসুম শেষে বার্সার হতাশার কারণও হয়েছিল। মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে শিরোপা জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ।

তবে আগের দুবারের বিব্রতকর রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা এখন কড়া নাড়ছে মেসির দুয়ারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পেরুর বিপক্ষেও হারতে হবে মেসির আর্জেন্টিনাকে। তেমন কিছু হলে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা ৪ হারের তিক্ত স্বাদ পাবেন মেসি।

এখন পর্যন্ত টানা হারের সংখ্যা ৩ ম্যাচ না ছাড়ালেও জয়হীন থাকার সংখ্যা অবশ্য দুবার ৬ ছুঁয়েছে। প্রথমবার ২০১৩ সালের মার্চে এবং দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা দেখা যায় ২০২১ সালের জুনে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দেখতে অ্যালার্ম দিতেন, এ বার খেলবেন নিজেই, আবেগপ্রবণ ধ্রুব জুরেল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত টেস্ট সিরিজ খেলতে গেলে ভোরবেলায় ম্যাচ শুরু হয়। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী থেকে অনেক উঠতি ক্রিকেটারও এই ম্যাচের দিকে চোখ রাখেন। সেই কাজ করতেন ধ্রুব জুরেলও। অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে সুযোগ পাওয়া উইকেটকিপার জানিয়েছেন, কী ভাবে ভোরে অ্যালার্ম দিয়ে ম্যাচ দেখতে উঠতেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ফোটোশুট করেছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটারেরা। সেই ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন জুরেল। সঙ্গে লিখেছেন, তভোরে অ্যালার্ম দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের টেস্ট দেখা থেকে অ্যালার্ম ছাড়াই জেগে ওঠার গল্প।দ জুরেল বোঝাতে চেয়েছেন, ছোটবেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট দেখার জন্য তাঁকে অ্যালার্ম দিয়ে জাগতে হত। এখন নিজেই অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রয়েছেন। তাই আলাদা করে অ্যালার্ম দিতে হয় না। মাঝের এই যাত্রাপথ কয়েকটি শব্দে তুলে ধরেছেন ভারতের উইকেটকিপার।

ঋষভ পন্থের চোট থাকায় বছরের শুরুতে ইংল্যান্ড সিরিজেই খেলেছিলেন জুরেল। তবে নিউ জল্যিান্ড সিরিজরে একটি ম্যাচেও সুযোগ পাননি। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ও পন্থ থাকায় জুরেলের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সুযোগ এলে সেটা কাজে লাগাতে মরিয়া তিনি। ভারতীয় দলের খেলার অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে অতীতে একটি সাক্ষাৎকারে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির থেকে পাওয়া শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন জুরেল। রোহিত সম্পর্কে বলেছিলেন, সত্যি বলতে রোহিত খুব হাসিখুশি ক্রিকেটার। কথা বলার সময় এক বারও মনে হয় না ও বয়সে বড়। খুব সাধারণ ভাবে কথা বলে। সব সময় একটাই কথা বলে, যে কোনও সমস্যায় আমরা যেন ওর কাছে যাই। ওর কোনও সমস্যা হয় না। টেস্ট ক্রিকেটের দলে সুযোগ পাওয়ার সময় রোহিত ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল।

কোহলিকে নিয়ে জুরেল বলেছিলেন, সব সময় কোহলির থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করি। ও ক্রিকেটের কিংবদন্তি। আজ যা অর্জন করেছে তার পিছনে কঠোর পরিশ্রম রয়েছে। সব সময় নতুন কিছু শিখতে চায়। ওর সঙ্গে যখনই কথা হয়েছে তখনই শুধু ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেছি। কোহলির আশপাশে থাকলেই একটা আলাদা অনুভূতি তৈরি হয়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং